রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

রমেশচন্দ্র দত্ত

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী

উপহার

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
লিখিত ও সম্পাদিত
কয়েকটি বই

ক্ষুদিরাম

দ্বাদশ সূর্য্য

ফ্রাঙ্কেনষ্টিন

কানাইলাল

সত্যেন বসু

ক্যুয়োভাদিস

অলিভার টুইষ্ট

দামোদর গ্রন্থমালা

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থমালা

পরাজিত এভারেষ্ট

আঙ্কল টমস কেবিন

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

ভূমিকা

"রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা"র অমর লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালী-প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন। ১৮৪৮ সনের ১৩ই আগষ্ট তিনি কলকাতায় বর্ত্তমান বেথুন রো যেখানে সেখানে কালী সিংহের গলিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯ বছর বয়সে তিনি বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যান। তিনি যে বছর প্রথম এই পরীক্ষা দেন, সে বছর ৩২৩ জন ছাত্র এই পরীক্ষা দেন। সেই ৩২৩ জনের মধ্যে মাত্র প্রথম ৫০ জনকে সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করা হয়। রমেশচন্দ্র পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সে বছর তাঁর সঙ্গে আরো তুজন বাঙালী পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তুজনেই স্বনামখ্যাত, একজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজন বিহারীলাল গুপ্ত। বিহারীলাল ১৪শ স্থান অধিকার করেন, সুরেন্দ্রনাথ ৩৮ম স্থান অধিকার করেন। তাঁদের আগে মাত্র একজন বাঙালী এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে-সময়ের নিয়ম অনুসারে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই পঞ্চাশজন ছাত্রকে আবার দ্বিতীয়বার আর একটা পরীক্ষা দিতে হতো। সেই শেষ পরীক্ষাতে রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

এবং বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্‌ প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্‌ নম্বর পেয়েছিলেন ৩০১৮, রমেশচন্দ্র পেয়েছিলেন ২৯৫৫।

রমেশচন্দ্র ভারতে ফিরে এসে উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কমিশনারের পদে উন্নীত হন।

তিনি সাধারণত ইংরেজীতেই লিখতেন। ইংরেজীতে লেখা তাঁর ইতিহাস আর ভারতীয় অর্থনীতির বই ক্লাসিক হয়ে আছে। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে বাংলা ভাষায় লিখতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। তারই ফলে তিনি বাংলা ভাষায় দুইখানি অমর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, একখানি হলো, মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয়ের সময়কে অবলম্বন করে, আর একটা হলো, রাজপুত জাতির ভাঙ্গনের সময়কে অবলম্বন করে। এই দুই বিশিষ্ট জাতির পতন আর অভ্যুদয়ের কাহিনী হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম প্রধানতম অধ্যায়। বর্ত্তমান উপন্যাসখানি হলো, সেই রাজপুত জাতির ভাঙ্গনের সময়কে কেন্দ্র করে। "মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের" মতন "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা" বাংলা ভাষায় অমর হয়ে আছে।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

—ঃঃ*ঃঃ—

আহেরিয়া

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম দিবসে মেওয়ার প্রদেশের সূর্য্যমহল নামক পর্ব্বতদুর্গে মহাকোলাহল শ্রুত হইল। একটি উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই দুর্গ নির্ম্মিত, দুর্গের চারিদিকে কেবল পাদপপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বা বৃক্ষাচ্ছাদিত উপত্যকা বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। প্রাতঃকালের বালসূর্য্য-কিরণ এই অনন্ত পর্ব্বত ও উপত্যকাকে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, এবং মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে সেই অনন্ত পাদপশ্রেণী হইতে সুন্দর মর্ম্মর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে। পত্রে পত্রে শিশিরবিন্দু মুক্তাসৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে, বসন্তের পক্ষীগণ ডালে ডালে গান করিতেছে। ঝনঝনা শব্দে দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, শত অশ্বারোহী বর্শা লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

অদ্য আহেরিয়া, অর্থাৎ বাৎসরিক মৃগয়ার দিন। অদ্যকার মৃগয়ার ফলাফল দ্বারা বৎসরের যুদ্ধের ফলাফল পরিগণিত হইবে, সুতরাং সূর্য্যমহলের দুর্গেশ্বর দুর্জ্জয়সিংহ শত অশ্বারোহী সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। মেওয়ার প্রদেশে চন্দাওয়ৎকুল

আহবে ও বিপদে অগ্রগামী, সেই প্রসিদ্ধ বংশমধ্যে দুর্জ্জয়সিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা বা ভীষণপ্রতিজ্ঞ সেনানী কেহ ছিল না। দেখিলে বয়স ত্রিংশৎ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আকৃতি দীর্ঘ, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর অসুর-বলে বলিষ্ঠ। যোদ্ধা দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যেক পেশী স্ফীত ও যেন লৌহনির্ম্মিত। দুর্জ্জয়সিংহের সহচরগণও সেই চন্দাওয়ৎ-বংশোদ্ভূত, এবং দুর্জ্জয়সিংহের অযোগ্য সহচর নহে।

অশ্বারোহিগণ একটি নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক জন পাইককে পশুর সন্ধানে এই স্থানে পাঠান হইয়াছিল। পাইকগণ বনচর পশুর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়ার সংবাদ দিল, কিন্তু যোদ্ধাগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সে বনের সৌন্দর্য্য অতিশয় মনোহর। কোথায় বা সূর্য্যকর পত্রের ভিতর দিয়া আসিয়া বনপুষ্প বা দূর্ব্বার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; কোথায় বা বন এরূপ নিবিড় যে দিবাভাগেই অন্ধকারের ন্যায় বোধ হইতেছে। বসন্তকালের প্রারম্ভে ক্ষেত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও উপত্যকা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। যোদ্ধাগণও জীবনের বসন্তকালের উদ্বেগ ও বীরমদে মত্ত হইয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সকলই উৎসাহে পূর্ণ, সকলই গর্ব্বিত, সকলই আনন্দময়। মৃগয়ার ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ব্যবসায় রাজস্থানে আর নাই, আহেরিয়ার ন্যায় আনন্দময় দিন আর নাই।

কতক্ষণ বনের ভিতর বিচরণ করিয়া যোদ্ধাগণ একটি প্রান্তরে পড়িলেন; সেই প্রান্তরের সম্মুখে একটি পর্ব্বতদুর্গ প্রায় বৃক্ষাবৃত রহিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ঐ না পাহাড়জী ভূমিয়ার দুর্গ দেখা যায়?

অমাত্য বলিলেন—হাঁ। এরূপ দুর্গ যদি নিকৃষ্ট ভূমিয়াদিগের হস্তে না থাকিয়া প্রকৃত যোদ্ধাদিগের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে মহারাণা এই যুদ্ধকালে অধিক সহায়তা পাইতেন।

দুর্জ্জয়। ভূমিয়াগণ রণশিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু সময় সময় আপন দুর্গ ও আবাসস্থল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে যথোচিত সাহস প্রকাশ করে।

অমাত্য। সত্য, কিন্তু বর্শাচালন অপেক্ষা লাঙ্গলচালনেই অধিক তৎপর!

সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

যোদ্ধাগণ অনেকক্ষণ বিচরণ করিলেন। জঙ্গল, ঝোপ, পর্ব্বত, গহ্বর, সমস্ত অন্বেষণ করিলেন। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, যোদ্ধাগণ ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছেন। অদ্য বন কি বরাহশূন্য? একটি মৃগও দেখিতে পাইলাম না! এ বৎসর কি সূর্য্যমহলের অমঙ্গলের জন্য? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—বন্ধুগণ! আমাদের অশ্ব শ্রান্ত হইয়াছে, আমরাও শ্রান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আর বৃথা অন্বেষণ আবশ্যক নাই; চল, অশ্বগণকে বিশ্রাম দি, আমরাও বিশ্রাম করি। পরে যদি এই প্রশস্ত বনপ্রদেশে একটি বরাহ

লুক্কায়িত থাকে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা হনন করিবে, নচেৎ আর বর্শা ধারণ করিবে না। সকলেই এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া একটি নিবিড় নিকুঞ্জবনের দিকে গমন করিলেন।

সে স্থলটি অতিশয় রমণীয়। পাদপশ্রেণী এরূপ নিবিড় পত্রপুঞ্জে আবৃত রহিয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যরশ্মি তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না; কেবল স্থানে স্থানে পত্ররাশির মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি যেন একটি সুবর্ণরেখার ন্যায় ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে। নবদূর্ব্বাদল সেই শ্যামল সুস্নিগ্ধ ছায়াতে অতিশয় কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহর দিবায় সেই নিকুঞ্জবন শান্ত, শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। শ্রান্ত যোদ্ধাগণ ক্ষণেক সেই স্থানের শোভা সন্দর্শন করিলেন। বোধ হইল, যেন কোন বনদেবীর পূজার জন্য প্রকৃতি অনন্ত স্তম্ভসারস্বরূপ পাদপশ্রেণী দ্বারা এই শান্ত হরিদ্বর্ণ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন, নির্ঝরিণী স্বয়ং বীণা-বাদ্য করিতেছেন।

যোদ্ধাগণ সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণেক শ্রম দূর করিয়া নির্ঝরের জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন। কিছু ফলমূলের আয়োজন করা হইয়াছিল, দুর্গেশ্বর ও তাঁহার যোদ্ধাগণ আনন্দে তাহা আহার করিতে বসিলেন। দুর্গেশ্বর সাহসী যোদ্ধাদিগকে "দোনা", অর্থাৎ আপন পাত্র হইতে আহার পাঠাইলেন, তাঁহারাও এই সম্মানচিহ্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানারূপ কথা ও হাস্যধ্বনিতে বন ধ্বনিত হইল।

এবার মেওয়ার প্রদেশের বহু শত্রু, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আসিতেছেন।

মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দির রাজগণ ম্লেচ্ছের সহিত যোগ দিয়া মেওয়ার আক্রমণে আসিতেছেন। কিন্তু রাণার অবশ্য, জয় হইবে। অথবা যদি পরাজয় হয়, চন্দাওয়ৎকুল সেই যুদ্ধভূমিতে প্রাণদান করিবে, চন্দাওয়ৎকুল পলায়ন জানে না। দুর্জ্জয়সিংহ একথা বলিতে না বলিতে যোদ্ধারা উৎসাহে ও উল্লাসে সাধুবাদ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—আট বৎসর পূর্ব্বে যখন এই আকবর-সাহ চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয়সিংহ দুর্গত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সালুম্ব্রাপতি চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সাহীদাস দুর্গত্যাগ করেন নাই।

দুর্গেশ্বরের অভিপ্রায়মতে চারণদেব সাহীদাসের বীরত্ব-গীত আরম্ভ করিলেন। চিতোর ধ্বংসের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার যোদ্ধৃগণ সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, চারণদেবের গীত শুনিতে শুনিতে সেদিনকার কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল।

গীত শেষ হইলে সকলে হুহুঙ্কারনাদে বন পরিপূরিত করিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ ভীষণনাদে কহিলেন—যোদ্ধাগণ! অদ্য আমাদিগের চারিদিকে বিপদ্‌রাশি, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুল বিপদের অপরিচিত নহে। অদ্য আমাদিগের চিতোর নাই, কিন্তু সহস্র পর্ব্বতশিখর ও পর্ব্বতগহ্বর শিশোদিয়ার হস্ত হইতে কে লইতে পারে? মহারাণা প্রতাপসিংহ দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না। মহারাণা প্রতাপসিংহের জয় হউক, শিশোদিয়া জাতির জয় হউক, চন্দাওয়ৎকুলের জয় হউক।

দুর্জ্জয়সিংহ পুনরায় বলিলেন—চারণদেব! আমরা এক্ষণে পুনরায়

মৃগয়ায় যাইব, একটি আহেরিয়ার গীত শুনাও, যেন অদ্য আমাদিগের আহেরিয়া নিষ্ফল না হয়। চারণদেব পুনরায় গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত শেষে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাগণ অশ্বে আরোহণ করিলেন, তীরবেগে শত যোদ্ধা ধাবমান হইলেন। তিন চারি দণ্ড বন অন্বেষণ করিতে করিতে একটি ঝোপের ভিতর একটি প্রকাণ্ড বরাহ দেখিয়া আরোহীদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। বরাহও যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সে ঝোপ হইতে বাহির হইয়া অন্যদিকে পলাইল। মহা-উল্লাসে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

বরাহ লম্ফ দিয়া একটি নিবিড় ও বিস্তীর্ণ ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। নিমেষমধ্যে শত অশ্বারোহী সেই ঝোপ চারিদিকে পরিবেষ্টন করিলেন। বরাহকে ঝোপ হইতে বাহির করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু বরাহ প্রাণভয়ে লুকাইয়াছে, ঝোপ হইতে বাহির হইল না।

তখন দুর্জ্জয়সিংহ বলিলেন—বন্ধুগণ, দেখ সূর্য্য অস্তাচলে বসিয়াছেন, আর অধিক সময় নাই। সতর্কভাবে সকলে পদব্রজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। বরাহ এই ঝোপের মধ্যে আছে, আমরা চারিদিক হইতে মধ্যভাগে অগ্রসর হইলে বরাহ অবশ্য একদিক্ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিবে, অথবা মধ্যদেশেই মরিবে।

যোদ্ধাগণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে সতর্কভাবে ঝোপের ভিতর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বরাহ বোধ হয় আরোহীদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সহসা লম্ফ

দিয়া একদিক্ হইতে বাহির হইল ; বিদ্যুৎবেগে নিকটস্থ যোদ্ধার পদ বিদীর্ণ করিল, নিমেষমধ্যে দূরে পলাইল।

দুই একজন যোদ্ধা আহতের সেবার জন্য রহিলেন, অবশিষ্ট সকলে অশ্বারোহণ করিয়া বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন! দুর্জ্জয়সিংহ উন্মত্তের ন্যায় অশ্ব ছুটাইলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা কম্পিত হইতেছিল।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটি বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অশ্বের শরীর ফেণময়, তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়িতেছে, কিন্তু তাঁহার নয়ন স্থির, শত যোদ্ধামধ্যে তিনিই কেবল বরাহের গতি অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি যে জঙ্গলের দিকে স্থির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তথায়ই বরাহ নিহিত ছিল।

এবার বরাহও রুষ্ট হইল। অদ্য একপ্রহর কাল লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তথাপি একজন যোদ্ধা অব্যর্থ নয়নে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় ঝোপের ভিতর লুকাইয়াছে, সেই একজন যোদ্ধা তাহাকে হনন করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে। একেবারে বিদ্যুতের ন্যায় গতিতে বরাহ দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিতে আসিল।

দুর্জ্জয়সিংহ বামহস্তে ললাটের স্বেদ মোচন করিয়া দক্ষিণ-হস্তের কম্পমান বর্শা ছাড়িলেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্ধকারবশতঃ সে বর্শা ব্যর্থ হইল, বরাহ নিমেষমধ্যে অশ্বের উদর বিদীর্ণ করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দুর্জ্জয়সিংহ পতনশীল অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া দশ হস্ত দূরে পড়িলেন। বরাহ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। মৃত্যু অনিবার্য্য! রাজপুত যোদ্ধা অকম্পিত নয়নে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃত্যু আসিল না।

অদৃষ্ট-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা বরাহের মুখের উপর লাগাতে দন্ত চূর্ণ হইয়া রক্তধারা বাহির হইল। সে আঘাতে বরাহ মরিল না, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহকে ত্যাগ করিয়া একেবারে জঙ্গলের মধ্যে পলাইল, রজনীর অন্ধকারে আর বরাহকে দেখা গেল না।

রজনীর অন্ধকারে দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, পর্ব্বত হইতে একজন দীর্ঘাকার যুবক অবতরণ করিতেছে!

তেজসিংহ

আহেরিয়ার দিন বরাহ পলায়ন করিল, হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা ব্যর্থ হইল, অপরের সাহায্যে জীবন রক্ষা হইল—এইরূপ শত চিন্তা ছুর্জ্জয়সিংহকে দংশন করিতে লাগিল। ছুর্জ্জয়সিংহ রোষে, অভিমানে তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইলেন। ঈষৎ কর্কশস্বরে কহিলেন—আমি আপনাকে চিনি না, বোধ করি আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

অপরিচিত যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—মনুষ্যমাত্রেই মনুষ্যের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। ছুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদ্‌কালে তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।

সামান্য পরিচ্ছদধারী অপরিচিত লোকের নিকট এইরূপ বাক্য শুনিয়া ছুর্জ্জয়সিংহ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

যুবক বলিলেন—পরে জানিবেন, এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছেন, কুটীরে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন।

যুবক ধীরে ধীরে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, ছুর্জ্জয়সিংহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অন্ধকার রজনীতে বনপথের ভিতর দিয়া ছুইজন যোদ্ধা নিস্তব্ধে যাইতে লাগিলেন।

ছুর্জ্জয়সিংহ অপরিচিতের দীর্ঘ ও ঋজু অবয়ব, বিশাল বক্ষঃস্থল.

দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ বাহু এবং ধীরগম্ভীর-পদবিক্ষেপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ উন্নতকায় পুরুষ তিনি দেখেন নাই, অথবা কেবল আট বৎসর পূর্ব্বে একজনকে দেখিয়াছিলেন।

ক্ষণেক পর যুবা সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ আছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার উষ্ণীষ দিয়া আপনার নয়ন আবৃত করুন, পরে আমি আপনার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইব। যদি অস্বীকৃত হয়েন এইস্থানে বিদায় হইলাম।

দুর্জ্জয়সিংহ বুঝিলেন, অস্বীকার করা বৃথা। বিবেচনা করিলেন, যুবক কখনই আমার অনিষ্ট করিবেন না, এইক্ষণেই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। যুবকের সহায়তা ভিন্নও এই নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া নিঃশব্দে যুবকের হস্তে দিলেন, যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়ন বন্ধন করিলেন।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের হস্ত ধরিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ লইয়া যাইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কোন্ দিকে যাইতেছেন কিছুই জানিলেন না, কেবল একটি পর্ব্বত আরোহণ করিতেছেন, বুঝিতে পারিলেন। শেষে যুবক সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার চক্ষুর বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রজনী এক প্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ আপনাকে এক অন্ধকারময় পর্ব্বতগহ্বরে অপরিচিত লোক দ্বারা বেষ্টিত দেখিলেন।

বরাহ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল

গহ্বরে একটি মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, চতুর্দ্দিকে কেবল অসভ্য ভীলজাতীয় লোক। তাহারা পরস্পরে কি কথা কহিতেছে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা কখন গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, পরক্ষণেই বাহিরে যাইতেছে। দুর্জ্জয়-সিংহ সেই অন্ধকার গুহা, সেই ভীলযোদ্ধা, সেই অল্পভাষী যুবকের দিকে যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একজন দাস একটি ঝরণা হইতে জল আনিয়া দিল, দুর্জ্জয়-সিংহ তাহাতে হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন। পরে সেই ভৃত্য কতকগুলি ফলমূল ও আহারীয় সামগ্রী দুর্জ্জয়সিংহের সম্মুখে স্থাপন করিলে দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল; তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে চাহিলেন, সে যুবক নাই। ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি হইয়াছি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। বিবেচনা করি, ভীলদিগের মধ্যে থাকিয়া যুবক রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন।

ভৃত্য স্থিরভাবে উত্তর করিল—প্রভু রাজপুতধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই, কিন্তু কোন ব্রতবশতঃ আপাততঃ চন্দাওয়ৎকুলের সহিত তাঁহার আহার নিষিদ্ধ এই জন্য এইক্ষণ আসিতে পারেন নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। অস্পৃষ্ট আহার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণেক পর সেই অপরিচিত যুবক পুনরায় দর্শন দিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন—

আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হইয়াছি, তাহার কারণ ভৃত্য নিবেদন করিয়াছে; যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, বিশ্রাম করুন; শয্যা রচনা করা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ চারিদিকে চাহিলেন। একে একে বহুসংখ্যক ভীলযোদ্ধা একবার গুহায় প্রবেশ করিতেছে, একবার বাহির হইতেছে। সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সকলে নিস্তব্ধ, সকলে অপরিচিত রাজপুত যুবকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন রাজপুত একটি আজ্ঞা দিলে, একটি ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত।

দুর্জ্জয়সিংহ সাহসী, যুদ্ধ বা বিপদ্‌কালে তাঁহার অপেক্ষা সাহসী কেহ ছিল না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব স্থানে অসংখ্য অসভ্য যোদ্ধাদিগের মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একবার স্তম্ভিত হইল।

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

যুবক দুর্জ্জয়সিংহের মিত্র না শত্রু? যদি শত্রু হয়েন, তবে অদ্য বিপদের সময় দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন কেন?

কিন্তু যখন সেই উন্নতকলেবর, সেই স্থিরনয়ন, সেই অল্পভাষী যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করেন, তখনই তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। অদ্য এই যুবককে দেখিয়া কি জন্য সে বীরহৃদয় বিচলিত হইতেছে? সালুম্ব্রাধিপতি ও স্বয়ং মহারাণার নয়নের দিকে যে যোদ্ধা স্থিরনয়নে চাহিয়াছেন, অদ্য একজন বন্য যুবকের দিকে কিজন্য তিনি চাহিতে অক্ষম?

আপনার প্রতি ঘৃণা করিয়া, সন্দেহ দূর করিয়া, দুর্জ্জয়সিংহ যুবকের সহিত একবার সহজভাবে বাক্যালাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—যুবক! আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য একবার ধন্যবাদ দিতেও বিস্মৃত হইয়াছি।

যুবক। ধন্যবাদ আবশ্যক নাই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়াছি।

দুর্জ্জয়। তথাপি এ ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিতে পারি?

যুবক। আপনাকে অদ্য যেরূপ অসহায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ অসহায় পাইয়া কোন পতিহীনা নারীর প্রতি বা কোন পিতাহীন বালকের প্রতি যদি কখন অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি এখন ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। আমার নিজের কোন যাচ্ঞা নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ চকিত হইলেন। যুবক কি পূর্ব্বকথা জানেন? দুর্জ্জয়সিংহের অসমসাহসিক হৃদয়ে অদ্য প্রথম ভয়ের সঞ্চার হইল; এ যুবক কে?

যুবক পুনরায় বলিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া সদর্পে উত্তর দিলেন—অদ্যই সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিব, অন্যের আবাসে বাস করা দুর্জ্জয়সিংহের অভ্যাস নাই।

যুবক। যেরূপ রুচি হয় সেইরূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ ছিল, অন্যের আবাসস্থলে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। আপনি কে জানি না, ইচ্ছা হয়, এই অসভ্য

যোদ্ধাদ্বারা দুর্জ্জয়সিংহকে হনন করিতে পারেন, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করিবে না। রাঠোর তিলকসিংহের সহিত আমার বংশানুগত বিরোধ, সেই বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সম্মুখসমরে তাঁহার সূর্য্যমহল দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছি, এ ক্ষত্র-ধর্ম্মমাত্র।

যুবক। সম্মুখসমরে আপনি সুপটু, সন্দেহ নাই, সেই জন্যই তিলকসিংহের মৃত্যু হইলে পর আপনি তাঁহার নিরাশ্রয় বিধবার সহিত সম্মুখরণে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া নারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই।

একেবারে শত বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় এই কথায় দুর্জ্জয়-সিংহকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল, রোষে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। দেশকাল বিস্মৃত হইয়া লম্ফ দিয়া অপরিচিত যুবকের গলদেশ ধারণ করিলেন।

তৎক্ষণাৎ শত ভীলযোদ্ধা ধনুকে তীর সংযোজনা করিল। অপরিচিত যুবক বামহস্তে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, দক্ষিণ-হস্তে ধীরে ধীরে দুর্জ্জয়সিংহকে শূন্যে উঠাইয়া অসুরবীর্য্যের সহিত দশ হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক পূর্ব্ববৎ স্থির অবিচলিত স্বরে কহিলেন—শয্যা রচনা হইয়াছে।

দুর্জ্জয়সিংহ নতশিরে কহিলেন—অদ্যই সূর্য্যমহলে যাইব।

তখন যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নিকটে আসিলেন, পুনরায় উষ্ণীষ দিয়া নয়নদ্বয় আবৃত করিলেন।

এক ক্রোশ পথ আসিয়া যুবক দুর্জ্জয়সিংহের নয়নের বস্ত্র খুলিয়া দিলেন, দুর্জ্জয়সিংহ দেখিলেন, যে স্থানে যুবক তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এ সেই স্থান।

প্রাতঃকালের রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিয়াছে, এরূপ সময়ে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ আইসেন নাই বলিয়া দুর্গে সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সকলেই দৌড়াইয়া আসিল, দুর্জ্জয়সিংহের মুখের ভঙ্গি ও রক্তিমাবর্ণ দেখিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া গেল। দুর্জ্জয়সিংহকে তাহারা চিনিত।

দুর্জ্জয়সিংহ একাকী একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রীকে ডাকাইলেন এবং অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়। এ দুর্গ যখন অধিকার করি, সে কথা স্মরণ আছে?

প্রধান। সে কেবল আট বৎসরের কথা, অবশ্য স্মরণ আছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের বিধবা হত হইলে পুত্রের কি হইয়াছিল?

প্রধান। এই দুর্গ হইতে নিম্নস্থ হ্রদে পড়িয়া বালক প্রাণ হারাইয়াছে।

দুর্জ্জয়। তিলকসিংহের পুত্র অদ্যাবধি জীবিত আছে।

প্রধান। বালক তেজসিংহ ?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ ; কিন্তু সে অদ্য বালক নহে।

প্রধান। প্রভু ভ্রান্ত হইয়াছেন, এ দুর্গ হইতে হ্রদে পতিত হইলে মনুষ্য বাঁচে না, বালকের কথা কি !

দুর্জ্জয় উত্তর করিলেন না, কিন্তু মন্ত্রী দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্রোধলক্ষণ সঞ্চার হইতেছে।

প্রধান। আপনি কিরূপে চিনিলেন ? যাহাকে দশম বৎসরের বালক অবস্থায় একবার দেখিয়াছিলেন, তাহার মুখ দেখিয়া চিনা দুঃসাধ্য।

দুর্জ্জয়। তাহার মুখ দেখিয়া চিনি নাই, তাহার কথায় চিনিয়াছি, আরও একটি উপায়ে চিনিয়াছি। তিলকের সহিত আমি একবার বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার অসুরবীর্য্য মেওয়ারে আর কেহ ধারণ করিত না। তাহার একটি বিশেষ যুদ্ধকৌশল মেওয়ারে আর কেহ জানিত না। তেজসিংহ পিতার অসুরবীর্য্য ধারণ করে, তেজসিংহ পিতার কৌশল জানে।

দুইজনে ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন। প্রধান প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বিশ্বাস করিলেন না। দুর্জ্জয়সিংহ ক্ষণেক পর কহিলেন,—তেজসিংহ অদ্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

পুত্রশোক

প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যমহলের সসজ্জ সৈন্যগণ উৎসাহ ও আনন্দে কোলাহল করিয়া দুর্গসম্মুখে একত্রিত হইল।

দুর্জ্জয়সিংহ অচিরে অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণের মধ্যে আসিলেন। সহস্র সৈন্যের জয়নাদে সেই পর্ব্বতদেশ পরিপূরিত হইল।

সৈন্যগণ পর্ব্বত, উপত্যকা ও ক্ষেতের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিল। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন নিষ্কম্প, নির্ব্বাক্ প্রহরীর ন্যায় সেই সুন্দর দেশ রক্ষা করিতেছে। যোদ্ধাগণ অচিরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বনের আনন্দময়ী শোভা দেখিয়া অশ্বারোহীদিগের হৃদয় উল্লাসপূর্ণ হইল। বসন্তের সহস্র পক্ষী প্রাতঃকালে সুন্দর গীত আরম্ভ করিয়াছে, যেন সে নির্জ্জন বনস্থলী তাহাদিগের উৎসব-গৃহ, আজি উৎসবের দিন!

বন অতিক্রম করিয়া সৈন্যগণ একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; চারিদিকে কেবল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে, মধ্যে সমতল ভূমিতে সুপক্ক যবধান্য বায়ুতে হ্রদের লহরীর ন্যায় দুলিতেছে। কোন কোন স্থলে অহিফেনের রক্তপুষ্প সমুদয় সেই হরিদ্র যবশস্যের মধ্যে শোভা পাইতেছে। নীল নির্ম্মেঘ আকাশ হইতে

বসন্তের সূর্য্য সেই আনন্দময় ক্ষেত্রচয়ের উপর সুবর্ণরশ্মি বর্ষণ করিতেছে।

সূর্য্যমহল দুর্গের অধীনে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটি "বশী" গ্রাম ছিল। যুদ্ধ ও বিপদ্‌কালে কোন কোন গ্রামের লোক আপনাদিগের জীবন, শস্য ও সম্পত্তি রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া কোন কোন পরাক্রান্ত যোদ্ধার বশ্যতা স্বীকার করিত। সেই অবধি উক্ত যোদ্ধা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন, এবং তাহারা ঐ যোদ্ধার "বশী" অর্থাৎ অধীন নিবাসী হইয়া থাকিত। তাহারা যোদ্ধার দাস, যোদ্ধার ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না, যোদ্ধার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

এইরূপে চন্দ্রপুর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামের প্রজাগণ মেওয়ারের অনন্ত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুকালাবধি সূর্য্যমহলেশ্বরদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

যতদিন রাঠোরগণ সূর্য্যমহল দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন, ততদিন চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই; কিন্তু তিলকসিংহের মৃত্যুর পর প্রজাগণ দুর্জ্জয়সিংহের হস্তে পতিত হইল। দুর্জ্জয়সিংহ চন্দ্রপুর-নিবাসীদিগকে মৃত তিলকসিংহের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া বশী প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতেন, সর্ব্বদা অবমাননা করিতেন, অতিরিক্ত কর চাহিতেন, সময়ে সময়ে সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেন।

দিন দিন দুর্জ্জয়সিংহের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে গ্রামের লোক পরামর্শ করিতে লাগিল—আমাদিগের প্রভু

তিলকসিংহ হত হইয়াছেন, দুর্জ্জয়সিংহ কি তাঁহার উত্তরাধিকারী? পথের দস্যু কি দুর্গের অধীশ্বর? ঐ দস্যুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে কি আমাদের 'স্বামীধর্ম্মের' কোন ক্ষতি আছে? আমাদের 'বাপতা' (পৈতৃক ভূমিতে প্রজার অক্ষয় স্বত্ব) আমরা ত দুর্জ্জয়-সিংহের নিকট বিক্রয় করি নাই। তিলকসিংহের উত্তরাধিকারী আসুন, আমরা তাঁহার বশী, অন্য কাহারও নহি।

ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ প্রজাদিগের এই বিদ্রোহ ভাব দেখিয়া আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, প্রজাদিগকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জনকে নিজ দুর্গে ধরিয়া আনাইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ বিচার করিয়া সমস্ত প্রজার অর্থদণ্ড করিলেন, এবং সর্দ্দার গোকুলদাসের পুত্র কেশবদাসের প্রাণদণ্ড করিলেন।

ইহার তিন বৎসর পর অদ্য দুর্জ্জয়সিংহ সৈন্যসামন্ত লইয়া এই গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একজন দীর্ঘাকার লোককে দেখিতে পাইলেন। গোকুলদাসকে চিনিতে পারিয়া সঘৃণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৃদ্ধ শৃগাল, কর দিবার চেষ্টা করিতেছিস, না জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে কুমন্ত্রণা করিতেছিস?

দুর্জ্জয়সিংহের কথায় বৃদ্ধের মুখমণ্ডল উষ্ণ শোণিতে রঞ্জিত হইল, তথাপি ধীরে ধীরে বলিল—প্রভু, কুমন্ত্রণা আমাদের বংশের অভ্যাস নহে।

দুর্জ্জয়। তবে ভীরু শৃগালের বংশে সুমন্ত্রণা অভ্যাস কতদিন হইয়াছে? বশী দাসবংশ সাধু আচরণ কতদিন শিখিয়াছে?

গোকুলদাস। প্রভু, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বশী বটে, কিন্তু দাসত্বের সহিত এখনও ভীরুতা অভ্যাস করি নাই, আমরা রাজপুত।

দুর্জ্জয়সিংহ ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন—পুত্রের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, তথাপি এখনও রাজার প্রতি আচরণ শিখিলি না? দুর্জ্জয়সিংহ এইরূপে দাসকে আচরণ শিখায়। এই বলিয়া ক্রুদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহ পদাঘাত করিয়া বৃদ্ধ গোকুলদাসকে ভূতলশায়ী করিলেন। নির্ব্বাক্ হইয়া সে স্থান হইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল।

শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিল। এই অসহ্য অবমাননায় একটিও শব্দ উচ্চারণ করিল না, ধীরে ধীরে নভোমণ্ডলের দিকে চাহিল।

অনেকক্ষণ পর গোকুলদাস কহিল—দুর্জ্জয়সিংহ, তোকে ধন্যবাদ দিতেছি। পুত্রশোক প্রায় বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সে কথা তুই আজ স্মরণ করিয়া দিলি—একদিন ইহার প্রতিফল দিব।

সালুম্‌ব্রা

অদ্য সালুম্‌ব্রার পর্ব্বতদুর্গ কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে! পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের উন্নত পতাকা আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছে, অসংখ্য তোরণ নির্ম্মিত ও সুশোভিত হইয়াছে। চন্দাওয়ৎকুলের যত সেনানী আছেন, তাঁহারা সালুম্‌ব্রায়

চন্দাওয়ৎকুলাধিপতি রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহের সদনে আসিয়াছেন। সেনানীগণ প্রাসাদে রাজসাক্ষাৎ অপেক্ষা করিতেছেন, সৈন্যগণ পর্ব্বতের নীচে সমতল ক্ষেত্রে অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছে। চারিদিক্ হইতে চন্দাওয়ৎকুলের বিজয়বাদ্য বাজিতেছে। প্রাতঃকালের সূর্য্যরশ্মি সেই শিবিরের উপর পতিত হইতেছে, প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেই অসংখ্য চন্দাওয়ৎপতাকা লইয়া খেলা করিতেছে।

ফাল্গুন মাস হোলীর মাস; পথে ঘাটে গৃহদ্বারে, নাগরিকগণ দলে দলে গীত গাহিতেছেন, একে অন্যের দিকে আবীর নিক্ষেপ করিতেছে, উল্লাসে ও আনন্দে মেওয়ারের আসন্ন বিপদ্ বিস্মৃত হইতেছে। সে কৌতুক, সে আবীর-নিক্ষেপ হইতে অদ্য কাহারও পরিত্রাণ নাই। উৎসবের দিনে নীচ ও উচ্চ সকলই সমান, সালুম্ব্রার প্রধান সেনানী বা প্রধান মন্ত্রীও পথ অতিবাহনকালে নাগরিকদিগের আবীরে রঞ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত হইলেন, নাগরিকদিগের কৌতুকে বিরক্ত হইলেন না। কৃষ্ণসিংহের প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটির পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল।

বেলা দুই তিন দণ্ডের সময় রাওয়ৎ কৃষ্ণসিংহ সভাগৃহে আসিলেন। দুর্জ্জয়সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধাগণ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া অভিবাদন করিলেন।

সকলে উপবেশন করিলে পর প্রাচীন কৃষ্ণসিংহ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"বীরগণ! অদ্য সমবেত হইবার কারণ আপনারা অবগত

আছেন। চিতোর তুর্কীদিগের হস্তে, মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্রচয় ও সমস্ত সমতল ভূমি তুর্কীদিগের হস্তে। কেবল পর্ব্বত ও জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রদেশখণ্ডে মেওয়ারের স্বাধীনতা লক্ষ্মী লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তথা হইতে তাঁহাকে হরণ করিতে ম্লেচ্ছদিগের ইচ্ছা।

"উত্তরে কমলমীর হইতে দক্ষিণে রুক্সনাথ পর্য্যন্ত পর্ব্বত-প্রদেশমাত্র মহারাণার অধীন; অবশিষ্ট সমস্ত প্রশস্ত ভূমি মোগলের করকবলিত।

"বীরগণ! চন্দাওয়ৎকুল শীঘ্রই মহারাণার নিকট উপস্থিত হইবে, অন্যান্য যোদ্ধাকুল চারিদিক্ হইতে আসিতেছে, সম্মুখরণের জন্য মহারাণার সৈন্যের অপ্রতুলতা হইবে না। ভূমিয়াগণ যুদ্ধ জানে না, তাহারা নিজ নিজ উপত্যকা ও নিজ নিজ আবাসপর্ব্বত রক্ষা করিবে। বন্যাজাতিগণও ধনুর্ব্বাণহস্তে যুদ্ধ দান করিবে। দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ, তুর্কীদিগকে সমর-উৎসবে আহ্বান করিবে। শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ দিল্লীশ্বরের পুত্রের সহিত বড় ধূমধামে আসিতেছেন, আমরাও তাঁহাকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছি।

"বীরগণ! এক্ষণে হোলীর সময়। আপনাদিগের মস্তকে, বক্ষে, বাহুতে, পরিচ্ছদে আবীর দেখিতেছি, দুষ্ট নাগরিকগণ আমারও শুক্লকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রাসাদ, কুটির, পথ, ঘাট, সমস্ত রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে। আর এক হোলীর দিন আসিতেছে, সে যোদ্ধার প্রকৃত আনন্দের দিন।

যোদ্ধার মস্তক ও বক্ষ অন্য প্রকারে রঞ্জিত হইবে, এই পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের প্রত্যেক গিরি ও উপত্যকা মনুষ্যশোণিতে রঞ্জিত হইবে। ঐ নাগরিকদিগের গীত ও বাদ্য শুনিতেছ, সেদিন মেওয়ারের অন্যরূপ বাদ্য হইবে, অন্যরূপ গীত গগনে উত্থিত হইবে। সেই আনন্দের দিনের জন্য আমার যোদ্ধাগণ প্রস্তুত হও!"

সালুম্ব্রাধিপতির এই উৎসাহ-বাক্যে যোদ্ধাগণ বীরমদে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, ঝন্ঝনাশব্দে কোষ হইতে অসি বহির্গত হইল। সে শব্দ, সে হুঙ্কার সভামন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইল, সালুম্ব্রার পর্ব্বতশিখর অতিক্রম করিয়া গগনে উত্থিত হইল। এই উল্লাসরব থামিতে থামিতেই সেই প্রশস্ত সভাগৃহে উন্নত গীতধ্বনি শ্রুত হইল, সালুম্ব্রার বৃদ্ধ চারণদেব পূর্ব্বকালের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।

গীতশেষে সালুম্ব্রাধিপতি যোদ্ধাদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বীরগণ, যুদ্ধের অধিক বিলম্ব নাই। যুদ্ধ সময়ে সালুম্ব্রা সর্ব্বদাই রাণার দক্ষিণে থাকেন, আমি কেবল সৈন্যসংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। চন্দাওয়ৎকুলের প্রধান প্রধান বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন, চল কল্যই আমরা মহারাণার আধুনিক রাজধানী কমলমীরাভিমুখে যাত্রা করি। বীরগণ, আমাদের সভাভঙ্গ হইল। বন্ধুগণ, অদ্য হোলীর দিন, চল একবার বাৎসরিক আনন্দে মগ্ন হই, আগামী বৎসরে পুনরায় হোলী দেখিব, কে বলিতে পারে?"

প্রতাপসিংহ

কয়েক দিবস মধ্যে চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সমস্ত চন্দাওয়ৎকুলের সৈন্য লইয়া কমলমীরে মহারাণার সহিত যোগ দিলেন। অন্যান্য স্থান হইতে অন্যান্য কুলের যোদ্ধাগণ, মেঘ-রাশির ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল। অচিরে দ্বাবিংশসহস্র সৈন্য কমলমীরে উপস্থিত হইল, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে এরূপ দ্বাবিংশসহস্র বীরাগ্রগণ্য দেশানুরাগী যোদ্ধা আর ছিল না।

অদ্য ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবের শেষ দিন, সুতরাং রজনী দ্বিপ্রহরে সেনাগণ এই উৎসবে মত্ত রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকায়, নগরের পথে, গৃহস্থের বাটীতে, অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে, রজনীর অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিতেছে, সেই কৃষ্ণ পর্ব্বতরাশিকে উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে সেনাগণ আবীর ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করিতেছে। হোলীকে দগ্ধ করিতেছে, গীতরবে ও হাস্যধ্বনিতে নৈশনিস্তব্ধতা বিদূরিত করিতেছে। পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অন্ধকারময় উপত্যকা যতদূর দেখা যায়, বৃক্ষরাশির ভিতর দিয়া এইরূপ অগ্নিকুণ্ড দৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ আনন্দরব শ্রুত হইতেছে। কল কল রবে পর্ব্বত-নদী সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে ও আপন স্বচ্ছবক্ষে এই অসংখ্য অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে। বসন্ত গীতের মধ্যে মধ্যে চারণদিগের

যুদ্ধ-গীত স্থানে স্থানে শ্রুত হইতেছে, মেওয়ারের পূর্ব্বগৌরব, মেওয়ারের বিপদরাশি, মেওয়ারের আসন্ন বিজয়, এই সমস্ত বিষয়ের গীত সৈন্যমণ্ডলীকে প্রোৎসাহিত করিতেছে।

এ সমস্ত উৎসব ব্যাপার হইতে বহুদূরে একটি অন্ধকারময় পর্ব্বতস্থলীর উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণ করিতে-ছিলেন। ইনি মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপসিংহের কোষে অসি লম্বমান রহিয়াছে, নিকটে বৃক্ষতলে তৃণশয্যা রচিত হইয়াছে, চিতোর পুনরায় হস্তগত না করিয়া যোদ্ধা অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন। সেই ব্রত যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন সুবর্ণ, রৌপ্য স্পর্শ করিবেন না, জটা, শ্মশ্রু বিমোচন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবেন না, বেশভূষায় সামান্য দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু স্পর্শ করিবেন না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণও ইষ্টসাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা কঠোর ব্রত ধারণ করেন নাই, জগতের বীরাগ্রগণ্যগণও অভীষ্ট সাধনার্থ প্রতাপসিংহ অপেক্ষা জীবনব্যাপী উদ্যম করেন নাই।

সমগ্র ভারতভূমির ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব, বুদ্ধিবল, বাহুবল, অস্ত্রবল প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গে রাজস্থানের অসাধারণ বীরত্ব, মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীর, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের যুদ্ধবল একত্রিত হইয়াছে। ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতস্থলীতে যে যোদ্ধা অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, উনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একাকী যুঝিবেন, অথবা স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য শেষ

রণস্থলে, মেওয়ারের শেষ উপত্যকায় বা পর্ব্বতকন্দরে হৃদয়ের শোণিত দিবেন, স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন।

রজনী দ্বিপ্রহরের পর মহারাণার কয়েকজন প্রধান সেনানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, মহারাণা তাঁহাদিগের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া রাণার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, তিনি সাদরে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন।

সেই পর্ব্বতস্থলীতে সকলে উপবেশন করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিলেন—"বীরগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিবার কারণ আপনাদিগের নিকটে অজ্ঞাত নাই। সমগ্র ভারতক্ষেত্রের সৈন্যবল মেঘরাশির ন্যায় একত্রিত হইতেছে; বর্ষাকালের প্রারম্ভেই মেওয়ারভূমির উপর আসিয়া পড়িবে। শত্রুগণ আমাদিগকেও সুষুপ্ত দেখিবে না। তাহারা মেওয়ারের উর্ব্বরা ক্ষেত্র জঙ্গলময় দেখিবে, মেওয়ারের পর্ব্বতবেষ্টিত প্রদেশে তাঁহাদিগের প্রবেশ নাই।

"বাপ্পা রাওয়ের বংশ কি বিদেশীয়দিগের নিকট শির নত করিবে? সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্তানগণ কি তুর্কীর দাস হইবে? তাহা অপেক্ষা জগৎ হইতে শিশোদিয়কুল একেবারে বিলুপ্ত হউক, সুন্দর মেওয়ার দেশের পর্ব্বত ও উপত্যকা সাগরজলে মগ্ন হউক।

"যোদ্ধাগণ! আমরা কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিব, বাপ্পা রাওয়ের কুল স্বাধীন রাখিব, সমরসিংহ ও সংগ্রামসিংহের সন্ততিগণ দাসত্ব জানে না—কখনও জানিবে না।

প্রতাপসিংহের মহিষী পুত্রকন্যাসহ পর্ব্বত কন্দরে বাস করিতেছেন—

"উৎসবের দিন অদ্য শেষ হইল, আমাদিগের কার্য্যের দিবস উদয় হইতেছে। যোদ্ধাগণ! সে কার্য্যে ব্রতী হও, দৃঢ়হস্তে অসি ধারণ কর, এখনও মানসিংহ ও আকবরসাহ দেখিবেন, মেওয়ারের রাজপুতগৌরব বিলুপ্ত হয় নাই।"

মানসিংহ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুই তিন মাস অতিবাহিত হইল। এই কয়েক মাস প্রতাপসিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রত্যেক দুর্গ, প্রত্যেক উপত্যকা, প্রত্যেক পর্ব্বতকন্দর বার বার দর্শন করিলেন। দুর্গে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সৈন্যগণকে ও সমস্ত মেওয়ারবাসীদিগকে উৎসাহিত করিলেন; দুর্গেশ্বরগণ সসৈন্যে রাণার সহিত যোগ দিলেন। ভূমিয়াগণ নিজ নিজ ভূমি রক্ষার্থ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। মেওয়ারের অসভ্য জাতিগণও মহারাণার উৎসাহে উৎসাহিত হইল; দক্ষিণে ভীলগণ, পূর্ব্বে মীরগণ, পশ্চিমে মীনাগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে আসিয়া রাজপুত যোদ্ধাদিগের সহিত যোগ দিল। সমস্ত প্রদেশ রণরঙ্গে উন্মত্ত হইল।

রাণা সমস্ত দিন যুদ্ধের আয়োজনে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন পর্ব্বতকন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। দেখিতেন,

পাটেশ্বরী স্বহস্তে অগ্নি জ্বালিয়া রন্ধন করিতেছেন, পুত্রগণ চারিদিকে হীন-পরিচ্ছদে ক্রীড়া করিতেছে। রাণা রণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতে করিতে সস্নেহে কহিতেন—জগদীশ্বর, যেন অমরসিংহ ও অমরসিংহের মাতা চিরকাল এই পর্ব্বতকন্দরে বাস করে, কিন্তু তুর্কীর করপ্রদ হইয়া প্রাসাদে বাস না করে।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। অবশেষে সম্রাট্ আকবরের পুত্র যুবরাজ সলীম মানসিংহের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া মেওয়ার আক্রমণ করিতে আসিলেন। সাগরতরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য সেনা মেওয়ারের বহির্ভাগ অধিকার করিল, সতর্ক প্রতাপসিংহ কোন প্রতিরোধ করিলেন না। ক্রমে মোগলসৈন্য সুরক্ষিত পর্ব্বত-প্রদেশের নিকট আসিল, দেখিল সে দুর্গম প্রদেশের দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার, সেই একমাত্র প্রবেশস্থল—হলদীঘাটা! দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সেই দ্বারের প্রহরী! মানসিংহ চিন্তাকুল হইয়া নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন, সমগ্র মোগলসৈন্য যুদ্ধার্থে একীভূত ও প্রস্তুত হইল।

যে মহাবীর অম্বরাধিপতি দিল্লীর দাসত্ব স্বীকার করিয়া দিল্লীর বিজয়পতাকা বঙ্গদেশ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই বীরাগ্রগণ্য মহারাজ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

মোগল-শিবিরশ্রেণীর মধ্যে রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত অসংখ্য দীপ ও পতাকাবিভূষিত যুবরাজের শিবির দৃষ্ট হইতেছে। প্রশস্ত শিবিরের মধ্যে যুবরাজ সলীম প্রফুল্লচিত্তে গীত শুনিতেছেন।

মানসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মানসিংহ ও সলীম উভয়েই যুবক, উভয়েই সাহসী যোদ্ধা, উভয়েই যৌবনোচিত উৎসাহে উৎসাহী। কিন্তু সলীম সম্রাট্-পুত্র, সুতরাং সুখপ্রিয় ও বিলাসী। মানসিংহ অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অসাধারণ স্থির-প্রতিজ্ঞ ও কার্য্যপটু, অসাধারণ যোদ্ধা। দিল্লী হইতে নির্গত হইয়া অবধি মানসিংহ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, সলীম মানসিংহের উপরেই নির্ভর করিতেন।

সলীম কহিলেন—রাজন্, কবে যুদ্ধ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন?

মানসিংহ। এ দাস কল্যই যুদ্ধদান উচিত বিবেচনা করে। বর্ষাকালের বিলম্ব নাই, যত শীঘ্র দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাধা হয়, ততই ভাল।

সলীম। আমারও সেই মত। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে এ পর্য্যন্ত মেওয়ারীগণ দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কল্যও পারিবে না।

মানসিংহ। তাহার সন্দেহ নাই; আপনার পিতার সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সেনা ভারতক্ষেত্রে নাই, তথাপি প্রতাপসিংহ সহসা পলাইবে না, এ দাস তাহাকে জানে—

সলীম। মানসিংহ! আপনি আরও কি বলিতেছিলেন, সহসা থামিলেন কেন?

মানসিংহ। প্রতাপ ঘোর বিদ্রোহী, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারী। কল্য ভীষণ যুদ্ধ হইবে, কেবল এই কথা দাস নিবেদন করিতে আসিয়াছিল।

সলীম। সে কথা ত আমিও অবগত আছি, আপনার কি আর কিছু বক্তব্য নাই? মানসিংহ! দিল্লী ত্যাগ করিয়া অবধি আপনি আমার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আপনি কি আমার নিকট হইতে কোন পরামর্শ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন?

মানসিংহ প্রভুর নিকট কোনও পরামর্শ এ দাস গোপন করে নাই; কেবল প্রতাপের নিকট আমার একটী ঋণ আছে, সেই কথা স্মরণ হওয়ায় আমার সহসা বাক্‌রোধ হইয়াছিল।

সলীম। প্রতাপও হিন্দু, আপনিও হিন্দু, ঋণ ও সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, দূরে থাকিবেন, সলীম একাকী যুদ্ধদান করিবে, দেখিবে প্রতাপ বাহুতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহের নয়ন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—প্রতাপের নিকট যে ঋণ আছে তাহা তাহার হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ হইবে। আপনার নিকট গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, পূর্ব্বের অবমাননাকথাও গোপন করিব না। শ্রবণ করুন।

"যখন শোলাপুর হইতে আমি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, আমি মহারাণা প্রতাপসিংহের সাক্ষাৎ অভিলাষে মেওয়ারে আসিয়াছিলাম।

"আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমাকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি কমলমীর হইতে উদয়সাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

"উদয়সাগরের কূলে মহা সমারোহে ভোজনাদি প্রস্তুত হইল। আমি ভোজনে বসিলাম, কিন্তু রাণা দেখা দিলেন না। প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার পিতার শিরোবেদনা হইয়াছে, তিনি সেই হেতু আসিতে না পারিয়া আতিথেয় করিবার জন্য সন্তানকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে জন্য আমি যেন দোষ গ্রহণ না করিয়া ভোজন আরম্ভ করি।

"মানসিংহ জগৎ দেখিয়াছে, মানবচরিত্র পাঠ করিয়াছে, এ শিরোবেদনার কারণ বুঝিল। দিল্লীশ্বরের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছি বলিয়া গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপসিংহ আমার আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিলেন।" মানসিংহের স্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইল।

মানসিংহ ক্রুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিলেন—"আমি অমরকে বলিলাম, রাণাকে জানাইবেন, আমি শিরোবেদনার কারণ অবগত আছি; যাহা হইয়াছে তাহা খণ্ডাইবার উপায় নাই; মহারাণা যদি আমার সম্মুখে পাত্র না দেন, কে দিবেন?

"প্রতাপ বলিয়া পাঠাইলেন, তুর্কীকে যিনি রাজপুত ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তুর্কীর সহিত যাঁহার আহার হয়, তাঁহার সহিত রাণা খাইতে পারেন না।

"এই উত্তর পাইয়া আমি পণ করিলাম, যদি সেই গর্ব্বিতের গর্ব্ব নাশ না করি, আমার নাম মানসিংহ নহে। সেই অবমাননা-ঋণ কত প্রতাপের হৃদয়ের শোণিতে পরিশোধ করিব।"

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা, অপর দিকে প্রতাপসিংহের চিরস্বাধীনতা রক্ষার স্থির প্রতিজ্ঞা একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য ও সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হল্‌দীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে। দলে দলে যোদ্ধাগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্ষা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বতশিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না। চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দাওয়ৎ ও জগাওয়ৎ, সকল কুলের যোদ্ধাগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। একদল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়, অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুত আসিয়া জীবন দান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লার অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেইদিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন; বর্ষা ও অসি আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী

হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্ষা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সে দিন জীবন রক্ষা পাইলেন। রোষে গর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখের পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল, হস্তী তখন প্রভুর বিপদ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধাগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না, তখনও সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কারশব্দ করিয়া শিশোদীয়ের পতাকা লইয়া

অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয় মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয় মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন! এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল, প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল। কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল। মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণসূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন, এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল, যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইল। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন—দৈলওয়ারা। অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন—ঝালা স্বামীধর্ম্ম জানে; বিপদ্কালে মহারাণার পার্শ্বত্যাগ করে না।

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সেদিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্রমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হলদীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন।

মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহু বৎসর পরে প্রাচীন মোগলযোদ্ধাগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

ভ্রাতৃদ্বয়

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার বিপদ্ শান্তি হয় নাই; দুই জন মোগল, একজন খোরাসানী, অপর জন মুলতানী, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। প্রতাপের তেজস্বী অশ্ব চৈতক লম্ফ দিয়া একটি পর্ব্বতনদী পার হইয়া গেল, মোগলগণের সেই নদী পার হইতে বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকও আহত, প্রতাপও আহত। পশ্চাদ্ধাবক সন্নিকটে আসিতেছে, তাহাদিগের অশ্বের পদশব্দ সেই পর্ব্বতরাশিতে শব্দিত হইতেছে, প্রতাপ শুনিতে পাইলেন। এবার রক্ষা নাই জানিলেন, কিন্তু বীরের ন্যায় মরিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সহসা পশ্চাৎ হইতে স্বর শুনিলেন—"হো নীলা ঘোড়াকা আসওয়ার!" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কেবল একজন অশ্বারোহী। সেই অশ্বারোহী তাঁহার পরম শত্রু ও সহোদর ভ্রাতা শক্ত।

রোষে প্রতাপসিংহ কহিলেন—সংগ্রামসিংহের পৌত্র হইয়া

মোগলের দাস হইয়াছ, ইহাতেও যথেষ্ট কলঙ্ক হয় নাই; এক্ষণে ভ্রাতাকে বধ করিতে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছ? কুলকলঙ্ক! প্রতাপসিংহ অদ্য সংগ্রামসিংহের বংশ নিষ্কলঙ্ক করিবে। শক্ত প্রতাপের কথায় ভীত হইলেন না, রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে প্রতাপের নিকট আসিয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ, একদিন তোমার প্রাণনাশের ইচ্ছুক হইযাছিলাম, কিন্তু অদ্য সে ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। অদ্য তোমার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, পূর্ব্বদোষ ক্ষমা কর, ভ্রাতাকে আলিঙ্গন দান কর।

প্রতাপসিংহ দেখিলেন, শক্তের নয়নে জল। বহুদিনের বৈরভাব দূরে গেল, ভ্রাতৃস্নেহে উভয়ের হৃদয় উথলিল, উভয়ে উভয়কে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রতাপের মহত্ত্ব ও প্রতাপের বীরত্ব দেখিয়া অদ্য শক্তের বৈরভাব তিরোহিত হইয়াছে, বহু বৎসরের ভ্রাতৃবিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। ভ্রাতার নিকট ভ্রাতা ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছে, প্রতাপ কি সেই স্নেহদানে বিরত হইবেন? প্রতাপ পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইলেন, সাশ্রুনয়নে হৃদয়ের ভ্রাতাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

যে দুই জন মোগল প্রতাপকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? শক্ত দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, ভ্রাতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া অব্যর্থ বর্ষায় সে মোগলদিগের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

সন্ধ্যার ছায়া সেই নির্জ্জন উপত্যকায় অবতীর্ণ হইতে লাগিল, পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, জগৎকে ব্যাপ্ত করিতে

লাগিল। সেই নির্জ্জন, নিঃশব্দ উপত্যকায় দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত ভ্রাতৃস্নেহ পাইলেন, অনেক দিনের হারাধন পাইলেন। স্নেহ হৃদয়ে লীন হয়, একেবারে শুষ্ক হয় না, সেই লীন স্নেহধারা অদ্য বীরদ্বয়ের হৃদয়কে প্লাবিত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর প্রতাপসিংহ কহিলেন—ভাই শক্ত! আজি প্রতাপের পরাজয়ের দিন নহে, আজি বিজয়ের দিন; আজি যে অপহৃত ধন ফিরিয়া পাইলাম, যুদ্ধে পরাজয় তাহার নিকট কি তুচ্ছ! ভাই! যেন আমরা পূর্ব্বের বিদ্বেষ চিরকাল বিস্মৃত হই, যেন আমাদের চিরকাল এইরূপ স্নেহ থাকে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশীয় শত্রুকে ভয় করিব না, দিল্লীশ্বর বা মানসিংহকে ভয় করিব না।

নাহারা মগ্‌রো

যেদিন রজনীতে তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া আপন গহ্বরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সেই দিনের কথা পুনরুত্থাপন করিব।

রজনী দ্বিপ্রহরে দুর্জ্জয়সিংহের নিকট বিদায় লইয়া তেজসিংহ কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ একাকী অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

একে অন্ধকারময় রজনী, তাহাতে পাদপশ্রেণী অতিশয় নিবিড়, সুতরাং সে অন্ধকারে আপন হস্তও দেখা যায় না। কিন্তু পর্ব্বতপ্রদেশে কোনও স্থানে, কোনও গহ্বর, কোনও উপত্যকা তেজসিংহের অজ্ঞাত ছিল না; অদ্য আট বৎসর অবধি গৃহচ্যুত হইয়া ভীলদিগের সহিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতেন, গহ্বরে শয়ন করিতেন, কাননে লুকাইয়া থাকিতেন।

পর্ব্বতপথ অতিশয় দুস্তর, কিন্তু পার্ব্বতীয় বরাহ শার্দ্দূলও তেজসিংহ অপেক্ষা পর্ব্বত অতিক্রমে সক্ষম নহে। তেজসিংহের দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্ষা; সেই বর্ষাধারীর দীর্ঘ উন্নত অবয়ব দেখিলে ভীষণ বন্যজন্তুও ধীরে ধীরে পথ হইতে সরিয়া যাইত।

প্রায় একপ্রহর কাল এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তেজসিংহ অবশেষে একটী পর্ব্বততলে উপস্থিত হইলেন। ললাট হইতে দীর্ঘকেশ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রণত হইলেন, পরে পুনরায় নিঃশব্দে একাকী সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রায় একদণ্ডের মধ্যে সেই পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিলেন। চূড়ার অনতিদূরে একটী গহ্বর ছিল, সেই গহ্বরমুখে উপস্থিত হইয়া তেজসিংহ আর একবার দণ্ডায়মান হইলেন। স্থিরনয়নে গগনের নক্ষত্রের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিলেন। নিম্নে সেই আলোকশূন্য শব্দশূন্য সুষুপ্ত জগতের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

তাঁহার মনে কি গভীর চিন্তার উদ্রেক হইতেছিল কে বলিতে পারে? কতক্ষণ পরে নিঃশব্দে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিলেন।

গহ্বরে কবাট। তেজসিংহ সবলে সেই কবাট নাড়িলেন, সে দীর্ঘ বাহুর অমানুষিক বলে কবাট ঝন্‌ঝনা শব্দ করিয়া উঠিল।

ভিতর হইতে একটী গম্ভীর শব্দ আসিল—নিশীথে নাহারা মগ্‌রোতে কে?

যুবক উত্তর করিলেন—তিলকসিংহের পুত্র গহ্বরবাসী তেজসিংহ।

দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বতগর্ভস্থ একটী জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটী দীপ দেখা যাইল; ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘকায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন ও অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটী ব্যাঘ্র-চর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন। তেজসিংহ উপবেশন করিলেন।

চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায়

অঙ্কিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন। সেই দৃষ্টিহীন নয়ন ভবিষ্যৎ জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানবজাতি সম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত। সবিস্ময়ে তেজসিংহ সেই দীর্ঘকায়া চারণীদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণ পরে চারণীদেবী আদেশ করিলেন—রাঠোরপ্রবর তিলক-সিংহের নাম মেওয়ারে অবিদিত নাই, তাঁহার পুত্র কি বাসনায় চারণীর সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষী?

তেজসিংহ। তিলকসিংহের নাম চিরস্মরণীয়, কেননা চিতোর রক্ষার্থ তিনি প্রাণদান করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাঁহার সূর্য্যমহলে চন্দাওয়ৎকুলের দুর্জ্জয়সিংহ বাস করিতেছেন, তিলকসিংহের বিধবা হত, তিলকসিংহের পুত্র ভীলপালিত ও গহ্বরনিবাসী।

চারণী। সূর্য্যমহল পূর্ব্বে চন্দাওয়ৎদিগের ছিল, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ মাড়ওয়ার হইতে আসিয়া সে দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি দুই কুলে যে বিরোধ চলিতেছে, যতদিন রাজস্থানে বীরত্ব থাকিবে ততদিন সে "বৈরি" নির্ব্বাণ হইবে না। চন্দাওয়ৎগণ দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, তাহারা সহজে এ দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

তেজসিংহ। দেবি! রাঠোরগণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। অনুমতি দিন, একবার চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহের সহিত যুঝিব, যদি পরাস্ত হই তবে সূর্য্যমহল আর চাহিব না।

চারণী। মেওয়ার শিশোদীয়বংশের আদিম স্থান;

চন্দাওয়ৎকুল শিশোদীয়ের শাখা; মেওয়ার সে কুলের আদিম স্থান। তিলকসিংহের পুত্র। তোমরা রাঠোর, মাড়ওয়ারে তোমাদিগের আদিম স্থান। কি অধিকারে অদ্য চন্দাওয়তের শোণিতপাত করিতে চাহ, চন্দাওয়তের দুর্গ অধিকার করিতে বাঞ্ছা কর?

তেজসিংহ। যে অধিকারে ভীলদিগকে দূর করিয়া মাড়ওয়ারে রাঠোরগণ বাস করে, মেওয়ারে শিশোদীয়গণ বাস করে, রাঠোরবংশ সেই অধিকারে সূর্য্যমহল অধিকার করিয়াছে। তিলকসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ অসিহস্তে মেওয়ারে আপনাদিগের স্থান পরিষ্কার করিয়াছে, পরে পুরুষানুক্রমে মেওয়ার রক্ষার্থ নিজ প্রাণদান করিয়া নিজ অধিকার স্থিরীকৃত করিয়াছে। এক্ষণে মেওয়ারভূমিতে কি রাঠোর অপেক্ষা চন্দাওয়ৎদিগের প্রবলতর অধিকার আছে? মেওয়ার রক্ষার্থ রাঠোর অপেক্ষা কোন্ চন্দাওয়ৎ-বীর অধিক বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে? আকবর কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংসকালে রাঠোর জয়মল্ল ও পিতা তিলকসিংহ অপেক্ষা কোন্ বীর অধিক সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন? রাঠোর-বংশ অন্য অধিকার জানে না, রাজস্থানে অন্যরূপ অধিকার বিদিত নাই।

সেই গহ্বরে তেজসিংহের উন্নত রব এখনও কম্পিত হইতেছে, এমত সময় পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীরস্বরে চারণীদেবী উত্তর করিলেন—বালক! যথার্থই বীরদিগের ও নদীসমূহের আদি ও উৎপত্তি কেহ সন্ধান করে না। বীর্য্যই তাহাদিগের ভূষণ, বীর্য্যই

তাহাদিগের অধিকার। সেই অধিকারে চন্দাওয়ৎ যদি সূর্য্যমহল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিলকসিংহের পুত্র তাহার প্রতি রুষ্ট কেন?

তেজসিংহ। বীর্য্যবলে যদি দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল পাইত, সে পরম শত্রু হইলেও তেজসিংহ তাহাকে ক্ষমা করিত। কিন্তু নরাধম রাজধর্ম্ম জানে না, পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবার নিকট হইতে দুর্গ লইয়াছে, মাতার সহিতও যুদ্ধে অক্ষম হইয়া তস্করের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই তস্কর মাতার প্রাণবধ করিয়াছে, সে ভীষণ পাতকের যদি শাস্তি থাকে, দেবি! অনুমতি দিন, তেজসিংহ নরাধমকে শাস্তিদান করিবে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক! তোমার রোষের কারণ আমার নিকট অবিদিত নাই, রাঠোরের বীরত্ব আমার নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি বালক, এইজন্য তোমার পরিচয় গ্রহণ করিতেছিলাম। এক্ষণে জানিলাম, তিলকসিংহের পুত্র তিলকসিংহের অযোগ্য নহে, রাঠোরবংশের অযোগ্য নহে। এক্ষণে তোমার কি প্রার্থনা নিবেদন কর।

তেজসিংহ। দেবি! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান আপনার কিছুই অবিদিত নাই। এই নাহারা মগ্‌রোতে * অদ্য তিলকসিংহের পুত্র—দুর্গচ্যুত, ভীলপালিত, অনাথ তেজসিংহ আপন ললাটের লিখন জানিতে আসিয়াছে। মাতার হত্যা ও বংশের অবমাননার

---

* নাহারা মগ্‌রো অর্থাৎ ব্যাঘ্রপর্ব্বত।

প্রতিহিংসার কতদিন বিলম্ব আছে, দেবীর চরণে তাহাই জানিতে আসিয়াছে।

চারণী। তিলকসিংহের বালক। ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিও না, এ দুরাশা ত্যাগ কর। নশ্বর মানবজীবন ক্লেশপরিপূর্ণ, চিন্তাপরিপূর্ণ, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বহনীয় নহে। কেননা মিষ্টভাষিণী আশা সঙ্গে সঙ্গে আপন ঐন্দ্রজালিক দীপ জ্বালিয়া সম্মুখে নানা সুন্দর দ্রব্য পরিদর্শন করে; ক্লেশের শান্তি, সুখের আবির্ভাব, এই সমস্ত মরীচিকা পরিদর্শন করিয়া হৃদয় শান্ত রাখে। তেজসিংহ! ভবিষ্যৎ-যবনিকা উত্তোলন করিও না, তাহা হইলে মায়াবিনী আশার দীপ নির্ব্বাণ হইবে, সুন্দর মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, জীবন আশাশূন্য, আলোকশূন্য, ভোগশূন্য হইবে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিলে কোন্ নশ্বর এই দুঃখক্ষেত্রে জীবন বহন করিতে চাহিত? বালক! এখনও ক্ষান্ত হও, ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিও না, আর কোন যাচ্ঞা থাকে, নিবেদন কর।

তেজসিংহ। অন্যায় সমরে যাহার মাতা হত হইয়াছেন, তস্করে যাহার দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, ভীলদিগের দয়ায় যাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে, ভীলদিগের ভিক্ষায় যে প্রতিপালিত, তাহার জীবনে আর কি অসহ্য ক্লেশ হইতে পারে? দেবি! প্রতিহিংসা ভিন্ন এ দাসের অন্য আশা নাই, অন্য সুখ নাই, ভবিষ্যৎ জানিলে কোন্ আশা, কোন্ সুখ বিলুপ্ত হইবে? দেবি! আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই, তথাপি যদি অনুমতি করেন,

একবার এ জীবনের কাহিনী নিবেদন করি। সমস্ত শুনিয়া আজ্ঞা করুন, ভবিষ্যৎ জানিলে আমার পক্ষে অধিক ক্লেশ কি হইতে পারে?

চারণী। তিলকসিংহের পুত্র যাহা বলিতে চাহে, চারণী তাহা শুনিবে।

তেজসিংহ পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বকথা স্মরণে তেজসিংহের হৃদয় আলোড়িত হইল, রোষে বিষাদে ঘন ঘন শ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল।

তেজসিংহ

"রাঠোরকুলে তিলকসিংহের নাম কে না শুনিয়াছে? সূর্য্যমহলের গৌরব কে না শুনিয়াছে?

"পিতা তিলকসিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দুর্জ্জয়-সিংহের সহিত বার বার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, সিংহের আবাসে শৃগাল কবে স্থান পাইয়াছে? যতবার সে পামর সূর্য্যমহল আক্রমণ করিয়াছিল, ততবার পিতা তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

"অদ্য আট বৎসর হইল তিলকসিংহ রাঠোরপতি জয়মল্লের সহিত চিতোর রক্ষার্থ গিয়াছিলেন। চিতোর রক্ষা হইল না,

কিন্তু জয়মল্ল ও তিলকসিংহের বীরত্ব স্বয়ং আকবর সাহের নিকট অবিদিত নাই। কিরূপে সালুম্‌ব্রাপতির মৃত্যুর পর তাঁহারা চিতোর-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন, কিরূপে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছেন, চারণগণ যে গীত এখনও দেশে দেশে গাহিতেছে। সে গীত শুনিয়া সূর্য্যমহলে আমার বিধবা মাতার হৃদয় কম্পিত হইল, এ বালকের হৃদয় কম্পিত হইল।

"মাতা স্বামীর অনুমৃতা হইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। শেষে আমি আসিয়া বলিলাম—মাতা, এখনও আমার হস্ত দুর্ব্বল, তুমি যাইলে সূর্য্যমহল কে রক্ষা করিবে? দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কে যুদ্ধদান করিবে? এবার তিনি স্থিরসঙ্কল্প ভুলিলেন, বলিলেন—দাসীগণ! আমার চিতারোহণে বিলম্ব আছে। শুনিয়াছি চিতোর রক্ষার্থে পত্তের মাতা ও বনিতা না কি স্বহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিল! আর একজন রাজপুত-রমণী স্বহস্তে যুঝিবে, সূর্য্যমহল রক্ষা করিবে।

"পিতার অস্ত্রাগার অন্বেষণ করিলেন; তাঁহার ব্যবহৃত একটি ছুরিকা পাইলেন, সেই অবধি ছুরিকা মাতার কণ্ঠমণি হইয়াছিল।

"দুর্জ্জয়সিংহ মাতার এ পণ শুনিল, নারী-রক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করিতে ভীরু ভীত হইল। অর্থবলে দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, তস্করের ন্যায় রজনীযোগে দুর্জ্জয়সিংহ দুর্গে প্রবেশ করিল।

"তথাপি যোদ্ধাগণ বিনা যুদ্ধে দুর্গ ত্যাগ করে নাই। তোরণে, সিংহদ্বারে, গৃহের ভিতর, সেই অন্ধকার রজনীতে তুমুল সংগ্রাম

হইয়াছিল। তস্করেরা বুঝিল, রাঠোরেরা মৃত্যুকে ডরে না, শত শত্রু হত্যা করিয়া উল্লাসে প্রাণদান করে।

"হ্রদের উপর যে গবাক্ষ আছে, মাতা তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, বামহস্তে আমাকে ধরিয়াছিলেন, দক্ষিণহস্তে সেই ছুরিকা।

"ক্রমে আমাদিগের যোদ্ধাগণ হত হইল; শেষে সেই গৃহের কবাট ভগ্ন হইল। চন্দাওয়ৎগণ সেই গৃহে মহাকোলাহলে প্রবেশ করিল; সর্ব্বাগ্রে রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহ।

"সেই রুধিরাক্ত কলেবর দেখিয়া মাতা কম্পিত হইলেন না। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধনাদ শুনিয়া মাতা নয়ন মুদিত করেন নাই। স্বর্গীয় স্বামীর নাম লইয়া তিনি সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে এই জগৎ হইতে সেই রাজপুতকলঙ্ক অন্তর্হিত হইত, কিন্তু তাহার একজন সৈনিক আপন প্রাণ দিয়া প্রভুর প্রাণ বাঁচাইল, মাতার ছুরিকা সৈনিকের হৃদয়ের শোণিত পান করিল। তৎক্ষণাৎ দশ জন সৈনিক অসহায় বিধবাকে হত্যা করিল।

"আমি তখন দশ বর্ষের বালকমাত্র, কিন্তু মাতার হস্ত হইতে সেই ছুরিকা লইয়া দুর্জ্জয়সিংহকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলাম। বালকের সম্মুখে ভীরু সরিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন পদাঘাতে গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলাম।

"দেবি! তাহার পর বিজন বনে ও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়াছিলাম।

রাঠোর হইয়া ভীলদিগের শরণাগত হইয়াছিলাম, হৃদয়ের দুরন্ত জ্বালায় জীবনধারণ করিয়াছিলাম, কেবল আর একদিন দুর্জ্জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এইজন্য। অনুমতি দিন, আর একবার দুর্জ্জয়-সিংহের সহিত যুঝিব—এবার যদি সে পলাইতে পারে, তেজসিংহ আর কিছুই প্রার্থনা করিবে না।"

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিলেন না, তেজসিংহের গম্ভীর স্বর বার বার সেই গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া লীন হইয়া গেল।

পরে চারণীদেবী শান্ত ধীরস্বরে কহিলেন—বংশানুগত শত্রুতা ও "বৈরী" রাজপুতধর্ম্ম। কিন্তু বিদেশীয় যোদ্ধার বর্ত্তমানে মেওয়ারে গৃহ-কলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চির-প্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চির-প্রথা পালন করুন। বালক! বর্ষার মেঘ অপেক্ষা অধিক সমারোহে শত্রু আসিতেছে। যে খড়্গদ্বারা দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণবধ করিতে চাহ, সেই খড়্গহস্তে হল্‌দীঘাটায় যাইয়া উপস্থিত হও। চারণীর কথা গ্রাহ্য কর, হল্‌দীঘাটায় অচিরে অনেক খড়্গ ও অনেক বীরের আবশ্যক হইবে, দুর্জ্জয়সিংহ ও তেজসিংহের আবশ্যক হইবে, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে গৃহ-কলহ রাজস্থানের প্রথানুগত নহে।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; অনেক চিন্তার পর উর্দ্ধনেত্রা চারণী অতিশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—বালক! অদ্য তুমি সেই দুর্জ্জয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিয়াছ!

তেজসিংহ চমকিত হইলেন; কহিলেন—দেবীর নিকট কিছুই

অবিদিত নাই। স্বহস্তে সে পামরকে নিধন করিব, এই জন্যই বরাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।

চারণী। পরে দুর্জ্জয়সিংহকে আপন আবাসস্থানে আশ্রয়দান করিয়াছিলে, তখনও তাহার প্রাণনাশ কর নাই।

তেজসিংহ। পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ রাজধর্ম্ম নহে; বিশেষ পৈত্রিক দুর্গে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করিব, আমার এই পণ।

চারণী। শত্রুকে বরাহ হইতে রক্ষা করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; পরিশ্রান্তের সহিত যুদ্ধ না করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন করিয়াছ; যাও, তেজসিংহ! বিদেশীয় যুদ্ধের সময় গৃহকলহ বিস্মরণ করিয়া রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। তিলকসিংহের পুত্র! তিলকসিংহের বীরত্ব তোমার দেহে অঙ্কিত রহিয়াছে, বিজয়ের টীকা তোমার ললাটে শোভা পাইতেছে, তিলকসিংহের ন্যায় রাজপুতধর্ম্ম পালন কর। দশ বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে, পরে সূর্য্যমহলে রাঠোর-সূর্য্য পুনরায় উদ্দীপ্ত হইবে।

সহসা গহ্বরের দীপ নির্ব্বাণ হইল; অন্ধকারময় গহ্বরে চারণীর শেষ আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

অন্ধকার গহ্বর হইতে তেজসিংহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন; পরদিন মহারাণা প্রতাপসিংহের সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন; পরে হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিনে রাঠোর-খড়্গ নিশ্চেষ্ট ছিল না।

ভীলপ্রদেশ

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, একদিন অপরাহ্নে তেজসিংহ একাকী ভীলপ্রদেশের মধ্য দিয়া পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। পথের উভয়পার্শ্বে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ সহস্র হস্ত উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্ব্বতরাশি উত্থিত হইয়া যেন সেই নির্জ্জন পথকে গোপনে রক্ষা করিতেছে। পর্ব্বতচূড়ায় ও পার্শ্বদেশে অসংখ্য পর্ব্বত-বৃক্ষ ও লতা-পুষ্প বায়ুহিল্লোলে ক্রীড়া করিতেছে ও অপরাহ্নের স্তিমিত সূর্য্যালোকে হাস্য করিতেছে। সে সূর্য্যালোক বহুদূর-নীচস্থ পর্ব্বততলের পথ পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে না, তেজসিংহ যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ অপরাহ্নে প্রায় অন্ধকারময়। সেই নির্জ্জন পথের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত-নদী কল কল শব্দে শিলা-শয্যার উপর দিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, যেন পার্শ্বস্থ প্রহরী-স্বরূপ উন্নত ও কঠোর পর্ব্বতরাশিকে উপহাস করিয়া কোন ক্রীড়াপটু বালিকা হাসিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে স্তিমিত দিবালোকে সেই নদীর জল চক্‌চক্‌ করিতেছে, অন্য স্থানে সে নদীর গতি কেবল শব্দমাত্রে অনুমেয়। সেই উন্নত পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ হইতে কোন কোন স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ রৌপ্যসূত্রের ন্যায় নির্ঝরিণী বহিষ্কৃত হইয়া নীচস্থ সেই নদীর সহিত কল কল শব্দে মিলিয়া যাইতেছে। ভীলপ্রদেশের

বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য জগতের অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থানে স্থানে ভীলদিগের "পাল" অর্থাৎ নিবাসস্থান দৃষ্ট হইতেছে, নীচের পথ হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যের আবাস নহে, যেন ঈগল পক্ষী নিজ কঠোর শাবক-গুলিকে লালনপালন করিবার জন্য পর্ব্বতচূড়ায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রত্যেক পালের চতুর্দ্দিকে বা নীচে অল্পমাত্র ভূমি কর্ষিত, সেই ভূমির উৎপন্ন ভীলদের আহারের অবলম্বন, দ্বিতীয় অবলম্বন বংশানুগত দস্যুতা। স্থানে স্থানে সেই পর্ব্বতচূড়ার উপর, সায়ংকালীন গগনে বিন্যস্ত ভয়ানক প্রকৃতির ন্যায় এক এক জন কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় কৌপীনধারী ভীল ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা এই নির্জ্জন পথ ও ভীলপ্রদেশের প্রহরী। তেজসিংহের বীরাকৃতি যদি প্রত্যেক ভীলের পরিচিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রত্যেক ধনুকে শর সংযোজিত হইত।

সেই উপত্যকা অতিক্রম করিয়া তেজসিংহ একটি রমণীয় ও অতি বিস্তীর্ণ হ্রদের কূলে উপনীত হইলেন। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বত-নদী সেই স্বচ্ছ সুন্দর পর্ব্বত-হ্রদে আসিয়া মিশিয়াছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে কেবল পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি পর্ব্বত-বক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া সায়ংকালীন গগনে বিস্ময়কর চিত্রের ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে।

সায়ংকালের লোহিত আলোক সেই হ্রদের জলের উপর

পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। জলের নিস্তব্ধ বক্ষের উপর চারিদিকের উন্নত পর্ব্বতের ছায়া কি সুন্দর পতিত হইয়াছে। এখানে শব্দ নাই, মনুষ্যের গমনাগমন নাই, জীব আবাসের চিহ্নমাত্র নাই, যেন প্রকৃতি এই সুন্দর জগৎ-রচয়িতার পূজার জন্য এই উন্নত পর্ব্বতবেষ্টিত, শান্ত, নির্জ্জন, নিঃশব্দ হ্রদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তেজসিংহ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সেই চিত্রখানি দেখিতে লাগিলেন। হ্রদের জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তেজসিংহ একটি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন।

হ্রদ-তটে ভীলবালিকা

যে পর্ব্বতের নীচে তেজসিংহ বসিয়া আছেন, সেই পর্ব্বতের চূড়ায় ভীমচাঁদ নামক এক ভীলসর্দ্দারের পাল ছিল।

সহসা একটি ভীলবালিকা করতালি দিয়া হাসিতে হাসিতে সেই স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, এবং বাল্যোচিত চপলতার সহিত হ্রদের জল লইয়া তেজসিংহের গায়ে ছিটাইয়া দিল। তেজসিংহ সে বালিকাকে চিনিতেন। বালিকার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া বালিকার কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

ভীলবালিকা ভীলদিগের ন্যায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু নয়ন দুইটি উজ্জ্বল, মুখকান্তি মন্দ ছিল না। চঞ্চলা ভীলবালিকা পর্ব্বত আরোহণে বন্য বিড়াল অপেক্ষাও পটু; আজন্ম অন্যান্য ভীলদিগের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা শিখিয়াছিল। একটি শব্দ, একটি ছায়া, একটি স্থানান্তরিত বস্তু দেখিলেই কারণ অনুভব করিত। মস্তকে কৃষ্ণকেশ সর্ব্বদাই দুলিতেছে, নয়ন দুইটি সর্ব্বদাই চঞ্চল। বালিকা সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ক্রীড়াপটু, কখন উপলখণ্ড লইয়া খেলা করিত, কখন জল লইয়া ক্রীড়া করিত, কখন অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিত। তথাপি তেজসিংহকে চিন্তাকুল দেখিলে আবার তাঁহার পার্শ্বে কখন কখন দুই তিন দণ্ড পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। বালিকার কখন ধীর চিন্তাশীল ভাব, কখন অতিশয় চঞ্চলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। সকলেই বলিত—মেয়েটি দেখিতে বালিকা, কিন্তু মনটি বালিকার মন নহে।

ভীলবালিকা অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া হ্রদের জলে আপন হস্ত সিক্ত করিতেছিল ও তেজসিংহের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। অনেকক্ষণ তেজসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা মৃদুস্বরে একটি গীত আরম্ভ করিল।

বাল্যকালের স্বপ্ন কখন কখন হৃদয়ে জাগরিত হয়, এই মর্শ্মের একটি সরল গীত বালিকা গাহিতে লাগিল।

তেজসিংহ সহসা চমকিত হইলেন। তিনি বাল্যকালের একটি

স্বপ্ন চিন্তা করিতেছিলেন, ভীলবালিকা কি তাঁহার মনের কথা জানিল? বালিকার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

বালিকার মুখ দেখিয়া বিচার করিলেন—বালিকা আমার মনের কথা কি জানিবে? যে গীত জানে আপন মনে তাহাই গাইতেছে।

বালিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তেজসিংহ সন্দিগ্ধমন হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আমি বাল্যস্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

হাসিয়া ভীলবালা বলিল—এই তুমি বলিলে, না হইলে আমি কিরূপে জানিব তুমি কি ভাবিতেছিলে? কি স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলে, পুষ্পের?

এবার তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি পুষ্পের কথা ভাবিতেছিলাম, তোকে কে বলিল?

ভীলবালা বাল্যোচিত সরলতার সহিত সভয়ে তেজসিংহের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল—তাহা আমি কি প্রকারে জানিব? তবে বাল্যকালে লোকে ফল-ফুলের কথা স্বপ্ন দেখে না ত আর কিসের স্বপ্ন দেখে?

তেজসিংহ বালিকার সরল মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন—আমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলাম। বলিলেন—আমি বাল্যকালে সত্য সত্যই পুষ্পের স্বপ্ন দেখিতাম, তাহাই ভাবিতেছিলাম; তুই যথার্থই সন্দেহ করিয়াছিস্।

ভীলবালিকা। ভীল অনেক বিষয় দেখিতে পায়, অনেক কথা শুনিতে পায়। তুমি যদি ভীল হইতে।

তেজসিংহ। তাহা হইলে কি হইত ?

তেজসিংহের হাতে বালিকার হাত ছিল, বালিকা নিঃশব্দে তাহাই দেখাইল।

তেজসিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে কি হইত ?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ভীল কহিল—তাহা হইলে তোমার হাত কি শ্বেত হইত, না, আমার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইত ?

ভীলবালা যথার্থই বালিকা, গম্ভীরভাবে বর্ণবিভেদের কথা ভাবিতেছিল।

তেজসিংহ পুনরায় সস্নেহে কহিলেন—বালিকা! শীঘ্র বাড়ী যা ; এইক্ষণেই বৃষ্টি হইবে।

বালিকা। আমি যাইব না।

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। আমি মেঘ দেখিতে ভালবাসি।

তেজসিংহ। কেন ?

বালিকা। কেমন সাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কাল মেঘ একত্রে খেলা করে।

অস্পষ্টস্বরে তেজসিংহ বলিলেন—বালিকা, তুই কি সরলা বালিকা, না চিন্তাশীলা নারী ? আমি তোকে কখনই ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না।

পরক্ষণে তেজসিংহ চাহিয়া দেখিলেন, বালিকা নাই, পর্ব্বত ও শিলারাশির মধ্যে চঞ্চলা বালিকা অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে খিল্ খিল্ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল, বালিকা সত্যই বালিকা!

ভীলদিগের পালে

তখন তেজসিংহ সে হ্রদ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিয়া বালিকার পিতার কুটীরে যাইলেন। ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদই দশমবর্ষীয় বালক তেজসিংহকে আপন পালের নিকটস্থ গহ্বরে লুকাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; ভীমচাঁদের দয়া ও প্রভুভক্তিগুণে অদ্য তেজসিংহ অষ্টাদশবর্ষীয় যোদ্ধা হইয়াছেন। ভীমচাঁদের কুটীরে অদ্য সেই পালের সমস্ত যোদ্ধা আসিয়া জড় হইয়াছে, এবং কুটীরের অগ্নিতে সেই ভীলদিগের বিকৃত মুখ ও বিকৃত অবয়ব অধিকতর বিকৃত বোধ হইতেছে।

ভীমচাঁদের সমস্ত শরীর প্রায় উলঙ্গ, কেবল মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল বস্ত্রাবৃত, বাহু ও পদদ্বয় অনাবৃত ও সুবদ্ধ পেশী-বিজড়িত। মুখমণ্ডল দেখিলে ভয় হয়, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, শরীর দীর্ঘ

ও বলিষ্ঠ, কিন্তু বাল্যকাল অবধি নৃশংস আচরণে মনের সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি সমস্ত শুকাইয়া গিয়াছে, পর্ব্বত অপেক্ষাও ভীম-চাঁদের হৃদয় কঠিন! তথাপি সেই কঠিন হৃদয়েও দুই একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। বিপদের সময় ভীমচাঁদ যেরূপ সাহসী সেইরূপ উপায় উদ্ভাবনে তৎপর, তাহার তীক্ষ্ণ নয়ন বহু-দূর হইতে বিপদের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারিত। ভীমচাঁদ স্বামীধর্ম্ম জানিত, মিত্রের মধ্যে সত্যপালন করিত। একমাত্র দুহিতার জন্য সে কঠিন হৃদয়েও মমতা ছিল।

ভীমচাঁদের উভয় পার্শ্বে অন্যান্য যে ভীলগণ বসিয়াছিল, তাহাদিগের শরীর অনাবৃত, কেবল একখানি কৌপীন ভিন্ন অন্য বস্ত্র ছিল না।

পাহাড়জী ভূমিয়া ও চন্দ্রপুরের গোকুলদাস আজি ভীমচাঁদ ও তেজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। পাহাড়জী জাতিতে ভূমিয়া, ভূমিকর্ষণ করা তাঁহার ব্যবসায়। নয়নে ও ললাটে যোদ্ধার দর্প নাই, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমে দৃঢ়বদ্ধ। গোকুলদাস একজন “বণী”। অনেক বয়সে, অনেক ক্লেশে শরীর শীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু নয়নের উজ্জ্বলতা বা হৃদয়ের উদ্যম ও উৎসাহ এখনও অপনীত হয় নাই। তাঁহার পুত্র হত হইয়াছে। হত্যাকারীকেও দণ্ড দিবে, কেবল এই আশায় বৃদ্ধ জীবনধারণ করিয়াছে।

প্রায় ৪।৬ দণ্ড রজনীতে তেজসিংহ সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সকলে তাঁহাকে আহ্বান করিল।

সেই ছুরিকাহস্তে দুর্জ্জয়সিংহের দিকে ধাবমান হইলেন।

পরস্পরে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তেজসিংহ কবে সূর্য্যমহল আক্রমণ করিবেন, সকলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিল। পাহাড়জী নিজ ভূমিয়া সৈন্যসহিত, ভীমচাঁদ আপন ভীলদিগের সহিত, গোকুলদাস বশীদিগের সহিত, তেজসিংহের সহায়তা করিবেন, তেজসিংহকে পিতার রাজগদীতে বসাইবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পরে বৃদ্ধ গোকুলদাস কহিল—তিলকসিংহের পুত্র! আদেশ করুন, চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের আবালবৃদ্ধ দুর্জ্জয়সিংহের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবে। বৃদ্ধ আর কি বলিবে? তাহার নিজের উপর এ বৃদ্ধ বয়সে যে অত্যাচার হইয়াছে, জগদীশ্বর তাহার বিচার করুন; কেবল চন্দ্রপুরের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার আপনি নিবারণ করুন।

বৃদ্ধের পুত্রহত্যার কথা সকলেই জানিতেন, সকলেই বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তেজসিংহ কহিলেন—আমি অঙ্গীকার করিলাম, পুনরায় পিতার গদী পাইলে চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের বশীদিগকে আমি সুখী করিব।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তেজসিংহ কহিলেন—চারণীদেবীর আদেশ, বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে মেওয়ারের গৃহকলহ ক্ষান্ত হয়, মেওয়ারের এই চিরপ্রথা। তিলকসিংহের পুত্র এই চিরপ্রথা পালন করুন।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধ গোকুলদাস বলিল—ভগবান্ জানেন জিঘাংসায় এ বৃদ্ধের শরীর দগ্ধ হইতেছে, পুত্রশোক অপেক্ষা

বিষম শোক এ সংসারে নাই। তথাপি বৃদ্ধের মতে চারণী মাতা যথার্থ আদেশ করিয়াছেন, যতদিন দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাণার যুদ্ধ হয়, ততদিন গৃহকলহ ক্ষান্ত হউক।

রাঠোর দুর্গে

রজনী এক প্রহর হইয়াছে; তেজসিংহ ভীলকুটীর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে রাঠোর যোদ্ধা দেবীসিংহের ভীমগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তিলকসিংহের যাবতীয় যোদ্ধার মধ্যে দেবীসিংহ অপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর বা সাহসী সহযোদ্ধা আর কেহ ছিল না।

দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল অধিকার সময়ে তিলকসিংহের অধিকাংশ সৈন্য হত হইয়াছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া ভীমগড়ে দেবীসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বালক তেজসিংহকে সেই রজনীতে সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইতে দেখিয়াছিল, সুতরাং বালক এখনও জীবিত আছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিল। অনেক বৎসর বৃথা অনুসন্ধান করিয়া শেষে দুই একজন পুরাতন ভৃত্য ভীলবেশধারী তিলকসিংহের পুত্রকে চিনিল; সানন্দে

সেই দরিদ্র ভীলভিক্ষাহারীকে প্রভু বলিয়া অভিবাদন করিল।

তখন পুরাতন সৈন্যগণ একে একে তেজসিংহের চতুর্দ্দিকে জড় হইতে লাগিল, ও বালককে পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও দীর্ঘাকার দেখিয়া আনন্দিত হইল।

দেবীসিংহ সানন্দে প্রভুপুত্রকে ভীমগড়ে আসিয়া বাস করিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তেজসিংহ উত্তর করিলেন—দুর্দ্দিনে ভীলগণ আমাকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, আমি যতদিন সূর্য্যমহল জয় না করি, ততদিন ভীলকুটীরেই থাকিব।

অদ্য রজনীতে সেই রাঠোরগণ দুর্গের উপর একটী প্রশস্ত স্থলীতে উপবেশন করিয়াছিল। তিলকসিংহের পুত্রকে সহসা দূর হইতে দেখিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল, ও একেবারে পঞ্চশত রাঠোর উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে উৎসাহ দেখিয়া তেজসিংহ আনন্দিত হইলেন।

প্রাচীন দেবীসিংহ বলিলেন—এ দাস তিলকসিংহকে সূর্য্যমহলের গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তেজসিংহকে সেই গদীতে বসাইবার বাসনা করে। বৃদ্ধের জীবনে অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ। পিতার রাঠোরদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় প্রাচীন কেহই নাই; অথচ হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষা বীর কেহ ছিল না। তথাপি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব আছে। রাঠোরের বীরত্ব

আমি সন্দেহ করি না, পিতার অন্যান্য বন্ধুও আমার সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সূর্য্যমহল আক্রমণ করিলে বিজয়লাভ করিতে পারি, কিন্তু পিতার যোদ্ধাগণ। তোমাদিগের অধিকাংশকে হারাইব।

দেবীসিংহ। প্রভুর জন্য জীবনদান ভিন্ন রাঠোরের আর কি গৌরব আছে? রাঠোর কি মৃত্যু ডরে?

তেজসিংহ। রাঠোর মৃত্যু ডরে না—পিতা চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যমহলে তোমরা প্রাণদান করিলে পুনরায় হলদীঘাটায় কে যুঝিবে? বীরগণ। মাতার হত্যা ও কুলের অবমাননার কথা তেজসিংহ বিস্মৃত হয় নাই, ধমনীতে যতদিন শোণিত থাকিবে ততদিন বিস্মৃত হইবে না। কিন্তু বিদেশীয় যুদ্ধ বর্ত্তমানে "বৈরি" নিষিদ্ধ। রাজপুতগণ। রাজপুত-ধর্ম্ম পালন কর।

প্রাচীন রাঠোর-যোদ্ধাগণ সকলে নতশির হইল। অনেকক্ষণ পরে দেবীসিংহ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—তিলকসিংহের পুত্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই রাঠোর মাত্রের শিরোধার্য্য, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমানে রাঠোর চন্দাওয়তের ভ্রাতা, চন্দাওয়ৎ রাঠোরের ভ্রাতা, ম্লেচ্ছ ভিন্ন রাজপুতের আর শত্রু নাই। কিন্তু এ যুদ্ধের পরিণাম পর্য্যন্ত যদি দেবীসিংহ জীবিত থাকে, চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

সকল রাঠোর গর্জ্জিয়া উঠিল—চন্দাওয়ৎ দুর্জ্জয়সিংহ, সাবধান!

এইরূপ উৎসাহবাক্য চারিদিকে শ্রুত হইতেছে, ইহার মধ্যে দেবীসিংহের চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র চন্দনসিংহ ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইল। বালকের সুন্দর ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণনয়নে বাল্যের চপলতা বিরাজ করিতেছে। বালকের মুখমণ্ডল কোমল, ওষ্ঠ দুটী রক্তবর্ণ, কিন্তু অবয়ব দীর্ঘ, শরীর এই বয়সেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়বদ্ধ। বালক ধীরে ধীরে তেজসিংহের সম্মুখে আসিয়া নতশির হইল।

চন্দন কহিল—প্রভুই আমার বাল্যগুরু ছিলেন, প্রভুই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন, প্রভুই আমাকে প্রথম রণশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে এই তুর্কীদিগের সহিত যুদ্ধকালে যদি প্রভু আমাকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দান করেন, তবেই কৃতার্থ হই।

হাস্য করিয়া তেজসিংহ কহিলেন—সিংহের ঔরসে সিংহশাবকই জন্মগ্রহণ করে; দেবীসিংহের পুত্র কেন না যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইবে? চন্দনসিংহ! অচিরেই ভীষণ যুদ্ধ হইবে, সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেরই যুদ্ধের সাধ মিটিবে। তোমার পিতা সর্ব্বদা মহারাণার সহিত থাকিবেন, তুমি এস্থানে না থাকিলে ভীমগড় কে রক্ষা করিবে? বালক! এই অল্প বয়সেই তুমি বীর; তোমাকে আমি ভীমগড় দুর্গ- রক্ষায় নিযুক্ত করিলাম; তোমার হস্তে রাঠোর-অসির অবমাননা হইবে না।

চন্দনসিংহ কোষ হইতে অসি বাহির করিল, সেই অসি স্পর্শ করিয়া বীর কহিল—তাহাই হউক। চন্দনসিংহ প্রভু-আদেশে

ভীমগড় অস্ত্র হইতে রক্ষা করিবে। ভগবান্ সহায় হউন, যতক্ষণ চন্দনসিংহ জীবিত থাকিবে, যতক্ষণ দুর্গে একজন রাঠোর জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ এ দুর্গে তুর্কীর প্রবেশ নাই।

চন্দাওয়ৎ দুর্গে

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধান্তে দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সভাগৃহের ভিতর দুর্জ্জয়সিংহের উভয় পার্শ্বে তাঁহার যোদ্ধাগণ বসিয়াছিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ যুদ্ধের কথা কহিতেছিলেন। বর্ষার শেষে যুবরাজ সলীম ও তুর্কীগণ কি পুনরায় আসিবেন? রাজা মানসিংহ কি স্বদেশবাসীদিগের শোণিতপাতে এখনও তুষ্ট হয়েন নাই?

দুর্জ্জয়সিংহের অনুমতিক্রমে চারণদেব হল্‌দীঘাটার একটী গীত আরম্ভ করিলেন। তখন চারণদেব চন্দাওয়ৎদিগের বীরত্বকথা বলিতে লাগিলেন, যখন বর্ষাধারী রক্তাপ্লুত দুর্জ্জয়সিংহের ভীম মূর্ত্তি ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব বর্ণনা করিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন, তখন একেবারে সভাগৃহ যোদ্ধাদিগের উল্লাসরবে পরিপূরিত হইল।

বৃদ্ধ চারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী যুবা চারণ সভাগৃহে আসিয়াছিল, সেও একটি গীত গাইবার অনুমতি চাহিল।

দুর্জ্জয়সিংহের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—চন্দাওয়ৎবীর! সভাস্থ সকলে যদি প্রসন্ন হয়েন, তবে আকবর কর্ত্তৃক চিতোরদুর্গ অপহরণের একটী গীত গাইব।

দুর্জ্জয়সিংহ। চারণদেব! তুমি আমাদিগের অপরিচিত, কিন্তু বীর ও কবিদিগের গুণই পরিচয়। গীত আরম্ভ কর।

তীব্রস্বরে কবি গীত আরম্ভ করিলেন।

গীত

"সে উন্নত দুর্গ কাহার? যাহারা বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের? অথবা যাহারা তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের? তস্করের অবমাননা হইবে! তস্করের হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে?

"সে উন্নত দুর্গ কাহার? যে নারী দুর্গরক্ষার্থ যুদ্ধ দান করে, তাহার? অথবা যে নারী-হত্যা করিয়া দুর্গ অধিকার করে, তাহার? নারী হত্যাকারী অবমানিত হইবে! নারী-হত্যাকারীর হৃদয়শোণিতে রাজপুত-খড়্গ রঞ্জিত হইবে!

"সে উন্নত দুর্গ কাহার? যে বালকের সম্পত্তি অপহরণ করে, তাহার? অথবা যে বীরবালক অদ্য পর্ব্বতকন্দরে বাস করিতেছে, তাহার? বালক এখন খড়্গধারণ করিয়াছে, হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে যুদ্ধস্নাত হইয়াছে! তস্করের হৃদয়শোণিতে তাহার খড়্গ রঞ্জিত হইবে!"

গীত ক্ষান্ত হইল; যুবকের জ্বলন্ত নয়ন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিল—"তুর্কীরক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া রাজপুতগণ চিতোর দুর্গ অধিকার করিবে।"

দুর্জ্জয়সিংহ উৎসাহবাক্য দিলেন না, দুর্জ্জয়সিংহ সাধুবাদ করিলেন না, ভ্রূকুটীপূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর পুনরায় চারণের দিকে-দৃষ্টিপাত করিলেন, চারণ সভাস্থলে নাই!

গায়ক কে?

রজনী একপ্রহরের সময় দুর্জ্জয়সিংহ ছাদে শয়ন করিয়া ছিলেন।

ক্ষণেক পর প্রধান, অর্থাৎ মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—আমি যুদ্ধকালে যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়াছে?

প্রধান। সেইক্ষণেই আমি নানাদিকে চর পাঠাইয়াছি। কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় পাঠাইয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তিলকসিংহের পুত্রের কোনও সন্ধান করিতে পারে নাই।

দুর্জ্জয়সিংহ অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান। প্রভু, এরূপ চিন্তিত হইবেন না। যদি সেই তেজসিংহ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে প্রভুর কি করিতে পারে?

দুর্জ্জয়সিংহ। যদি? তেজসিংহ জীবিত থাকার বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে?

প্রধান। প্রভু বলিয়াছিলেন, রজনীতে কেবল একদিন মাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ভ্রম কি সম্ভব নহে?

দুর্জ্জয়সিংহ। প্রধান! সেই একদিন নিশীথে দেখিলে সন্দেহ করিবার স্থল ছিল বটে, কিন্তু সেই বালককে দুইবার, বোধ করি, তিনবার দেখিয়াছি। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিন এক দল ভীল ও ভূমিয়াবেশী বর্ষা ও অসি হস্তে মানসিংহের সেনাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা ভীল নহে। কয়েকজন রাঠোরযোদ্ধা ভীলবেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সর্দ্দারকে আমি চিনিয়াছিলাম, সে সেই যুবক—সেই হল্‌দীঘাটার যুদ্ধের দিন বালককে দেখিয়া আমার হস্তের বর্ষা কম্পিত হইয়াছিল। বিদেশীয় শত্রু উপস্থিত আছে বলিয়া তেজসিংহ আহেরিয়ার দিন আমার সহায়তা করিয়াছিল, বিদেশীয় শত্রু বর্ত্তমান থাকিতে দুর্জ্জয়সিংহ গৃহ-কলহে হস্ত কলুষিত করিবে না।

প্রধান। তবে অন্বেষণ কি জন্য?

দুর্জ্জয়সিংহ। যেদিন দিল্লীর সহিত যুদ্ধ শেষ হইবে, সেই দিন দুর্জ্জয়সিংহ হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহার আবাস জানা আবশ্যক।

প্রধান। প্রভু তৃতীয়বার তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন?

দুর্জ্জয়সিংহ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না,

অনেকক্ষণ পর ক্রোধকম্পিতস্বরে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অদ্য যে চারণের গীত শুনিলেন, তাহার অর্থ কি ?

মন্ত্রী। চারণ চিতোর পুনরুদ্ধারের গীত গাইয়াছিল।

সরোষে দুর্জ্জয়সিংহ উত্তর করিলেন—বৃথা মন্ত্রিকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন! নয়নের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু জিঘাংসাপূর্ণ-হৃদয় ভ্রান্ত হয় না। মন্ত্রিবর! সেই তীব্র গীত চিতোর-ধ্বংসবিষয়ক নহে, সে দুর্জ্জয়সিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমহল ধ্বংসবিষয়ক। জটাচ্ছাদিত সেই জ্বলন্ত নয়নধারী চারণ নহে, সেই তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ।

উদ্যানের পুষ্প

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যমহল পর্ব্বতের উপর একটী পুষ্পোদ্যানে একজন রাজপুত বালিকা একাকী পদচারণ করিতেছেন। উদ্যানে জীবমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, বালিকা একাকী সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকরে পদচারণ করিতেছেন। কখন স্থির উজ্জ্বল নয়নে সেই নীল নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কখন দুই একটী শিশিরসিক্ত পুষ্প তুলিতেছেন, কখন বা চিন্তাকুল হইয়া দুই একটী গীতের অংশমাত্র মৃদুস্বরে গাইতেছেন।

সেই দীর্ঘাকৃতি তন্বঙ্গীকে চন্দ্রলোকবাসিনী উদ্যানবিচারিণী অপ্সরা

বলিয়া ভ্রম হয়। বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ হইবে। মুখমণ্ডল অতিশয় সুন্দর, ললাট পরিষ্কার, নয়ন দুইটী উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, শরীর লাবণ্যময় ও পুষ্প অপেক্ষা কোমল, বালিকার নাম পুষ্পকুমারী। ভাল করিয়া দেখিলে বোধ হয়, অল্প বয়সেই কোন চিন্তা সেই সুন্দর ললাটে আপন আবাসস্থল করিয়াছে, যেন কোন অচিন্তনীয় শোক সেই সুন্দর নয়নে আশ্রয় লইয়াছে।

সহসা দূর হইতে একটী বীণাধ্বনি শ্রুত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ মোহিত করিল, আবার ধীরে ধীরে লয়প্রাপ্ত হইল। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটী নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"।

চকিতের ন্যায় পুষ্প ফিরিয়া দেখিলেন।

পুনরায় সঙ্গীতশব্দ হইল, পুনরায় নাম উচ্চারিত হইল—"পুষ্প"।

যেদিক্ হইতে সঙ্গীত আসিতেছিল, পুষ্প সেদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাচীরের বাহিরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া একজন চারণ বীণা বাজাইয়া গীত আরম্ভ করিতেছে। পুষ্প নিকটে আসিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে গীত শুনিতে লাগিলেন।

পুষ্প যতক্ষণ বায়ুতে সেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব লীন না হইল, ততক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সে গীতে যেন বালিকার হৃদয়তন্ত্র বাজিয়া উঠিল, হৃদয়ের দৃঢ় ভাবসমূহের উদ্রেক হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন।

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন—চারণদেব,

এ গীত কোথায় শিখিলেন? চারণদেব কহিলেন—গহ্বরে ও কাননে যাঁহার বাস, তাঁহার নিকট শিখিয়াছি। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারাইয়াছেন, শিশুকাল অবধি বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

পুষ্প আর উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবার উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—চারণদেব! সে রাঠোরবীর কি জীবিত আছেন?

চারণ। হল্‌দীঘাটার যুদ্ধে রাঠোরের খড়্গ দৃষ্ট হইয়াছিল; পুনরায় ম্লেচ্ছগণ আসিলে পুনরায় রাঠোরখড়্গ দৃষ্ট হইবে।

সাশ্রুনয়নে পুষ্পকুমারী কহিলেন—জগদীশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন। সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নহেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন, অনেকক্ষণ পর চারণ পুনরায় কহিলেন—দেবি! তেজসিংহ এই সুবর্ণ অঙ্গুরীয়টি আমাকে দেখাইয়া আজ্ঞা করিয়াছিলেন—গীতোল্লিখিতা বীর-নারীর সহিত যদি কখনও দেখা হয়, আমার সত্যের নিদর্শনস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী তাহাকে দিও। অদ্য দেবীকে দেখিতে পাইলাম, যদি আদেশ করেন, যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, ঐ অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়টী পরাইয়া দি।

লজ্জাবতী পুষ্প সেই দেবনিন্দিত তরুণবয়স্ক চারণের দিকে চাহিলেন, ঈষৎ কম্পিত হইয়া হস্তপ্রসারণ করিলেন।

বন্যপুষ্প

রজনী শেষ প্রায়, তেজসিংহ সূর্য্যমহল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া চারণের বেশ ত্যাগ করিয়া ভীমচাঁদের পালের নিকট সেই পর্ব্বত হ্রদে প্রাতঃস্নান করিতে গমন করিলেন। হ্রদপার্শ্বস্থ একটী ঝোপের ভিতর দেখিলেন, চন্দ্রালোকে একজন বালিকা বন্যফুল চয়ন করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গীত গাইতেছে। সে ভীমচাঁদের কন্যা।

বালিকা তাঁহার দিকে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিল—এই তুমি 'পুষ্প' ভালবাস, তোমার জন্য পুষ্প তুলিয়াছি।

তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

বালিকা পুনরায় হাস্য করিয়া কহিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। লইব বৈ কি, দে না।

বালিকা। আমি এ মালা পরাইব না। মালা পরাইলে 'পুষ্প' রাগ করিবে।

তেজসিংহ কখনও বালিকার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন না। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে একাকী কোথায় গিয়েছিলে? পথে যে ভয় আছে।

তেজসিংহ। কিসের ভয়?

বালিকা। চোরের। তোমার কিছু চুরি করে নাই?

তেজসিংহ। না।

বালিকা তেজসিংহের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—তোমার হাতের অঙ্গুরীয়টী তবে কোথায় গেল?

এবার তেজসিংহ যথার্থ বিস্মিত হইলেন! এই ভীলবালিকা কি সমস্ত জানে, সমস্ত দেখিয়াছে? বালিকা কি সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া গিয়াছিল, অঙ্গুরীয় দান কি লুকাইয়া দেখিয়াছে? তেজসিংহকে চিন্তিত দেখিয়া ভীলবালা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কেমন, একটী জিনিস চুরি হইয়াছে কি না?

তেজসিংহ। না, চুরি হয় নাই, কোথাও রাখিয়া আসিয়া থাকিব।

বালিকা। আমি খুঁজিয়া দেখিব? যদি পাই তবে আমার?

তেজসিংহ। হাঁ।

বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। শেষে বলিল—আমার এ মালা লইবে না?

তেজসিংহ। না, লইব না, তুই বাড়ী আয়।

বালিকা। আমি যাইব না। এ চাঁদ দেখিয়া গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

অপরিচিতা

রজনী দ্বিপ্রহরের পর বনের অন্ধকারের ভিতর দিয়া কতকগুলি ভীল অতি সতর্কতার সহিত একটী কাষ্ঠাধার ভীমচাঁদের পালে আনিতেছিল। কোন অপরিচিত যোদ্ধার আদেশে পুষ্প সূর্য্যমহল হইতে এই গহ্বরে আনীতা হইলেন।

গহ্বরের ভিতরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দীপালোকে পুষ্প বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন, তথায় আর একজন গরীয়সী রাজপুত-রমণী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। রমণীর শরীর উন্নত, পরিষ্কার ললাটে একটী হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে, নয়ন হইতে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, কণ্ঠে একটী মুক্তাহার লম্বিত রহিয়াছে। রমণীকে উন্নতকুলসম্ভবা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি সে বিশাল নয়ন আজি কালিমাবেষ্টিত, সে সুন্দর ললাট আজি ঈষৎ রেখায় অঙ্কিত। গরীয়সী বামার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বৎসর হইবে।

সূর্য্যমহল ত্যাগ করিয়া অবধি পুষ্প অন্য নারীর মুখ দেখেন নাই, অন্য নারীর সহিত কথাবার্ত্তা কহেন নাই। ভীলদিগের গহ্বরে আসিয়া ভীত হইয়াছিলেন! যখন আর একজন রাজপুত-রমণীকে দেখিতে পাইলেন, তখন পুষ্পের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। পুষ্প ধীরে ধীরে অপরিচিতা রমণীর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণ দুইটী ধরিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—দেবি! বোধ হয় আপনি কোন উন্নতবংশীয়া রমণী হইবেন, বোধ হয় এই

যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া এই গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছেন, বোধ হয় আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকেও এই নিরাপদ স্থানে আনাইয়াছেন। আপনি যিনিই হউন আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে আশ্রয় দান করুন—পুষ্পকুমারী আশ্রয়হীনা ও অভাগিনী।

অপরিচিতা রমণী বাৎসল্যের সহিত তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন—মা পুষ্প, অদ্য তোমারও যে অবস্থা, আমারও সেই অবস্থা। তুমি আমারই নিকটে থাকিও, আমার পুত্র কন্যা যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে, ইহার অধিক আশ্বাস দিতে পারি না।

বহুদিন পরে স্নেহবাক্য শুনিয়া পুষ্পের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। নিঃশব্দে দরবিগলিত ধারায় অপরিচিতার পদযুগল সিক্ত করিল।

এরূপ সময় নাহারা মগ্‌রোর বৃদ্ধা চারণী দেবী সহসা সেই ভীল গহ্বরে উপস্থিত হইলেন।

চারণী দেবী আপন ধীর ও গম্ভীরস্বরে অপরিচিতাকে বলিলেন—দেবি! অদ্য এই অন্ধকারময় ভীমচাঁদের গহ্বর পবিত্র ও আলোকপূর্ণ, সেই আলোক দর্শন করিতে আসিলাম। মহারাজ্ঞি! চারণীর নিকট অবগুণ্ঠন অনাবশ্যক।

তখন মহারাজ্ঞী প্রতাপসিংহের মহিষী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিলেন, গরীয়সী বামার উজ্জ্বল মুখকান্তিতে সে পর্ব্বতগহ্বর আলোকপূর্ণ হইল। মহারাজ্ঞী চারণীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী। চারণী মাতা, বহুদিন হইতে মহারাণার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই, অনন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবারও অবকাশ পান নাই। আমার হৃদয় চিন্তাকুল হইয়াছে, চারণী মাতা, মহারাণার কুশল সংবাদ দিয়া চিন্তা দূর কর।

চারণী। মহারাজ্ঞি! শান্ত হউন, চিন্তা করিবেন না। স্বয়ং ঈশানী আপনার স্বামীকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি কুশলে আছেন।

রাজ্ঞী। মাতা, তোমার মুখে পুষ্প চন্দন পড়ুক। মেওয়ারের মহারাজ্ঞী নিজের বিপদ্ ডরে না, কিন্তু রাজা ও রাজশিশুগণের জন্যই আমার চিন্তা। মেওয়ার প্রদেশে রাজশিশুগণের মস্তক রাখিবার স্থান নাই, মেওয়ারের রাজশিশুগণ কি তুর্কীহস্তে পতিত হইবে? মেওয়ারের ইতিহাস কি অদ্যই শেষ হইল?

চারণী। শিশোদীয়কুলে যতদিন বীরত্ব আছে, মেওয়ারের ইতিহাস ততদিন লুপ্ত হইবে না। মহারাজ্ঞি, রাজশিশুদিগের এখনও নিরাপদ স্থান আছে। মহারাণা প্রতাপসিংহের পরিবারকে ভীমচাঁদ স্থান দিবে। এ কাল সমর শীঘ্রই অবসান হইবে।

রাজ্ঞী। চারণী, যুদ্ধে, বিপদে রাজপুতের হৃদয় বিচলিত হয় না, কিন্তু বৎসদিগের কথা স্মরণ করিয়া একবার নারীর মন ব্যাকুল হইয়াছিল। যদি শিশুগণ নিরাপদে থাকে তবে এ যুদ্ধ যুগান্তরব্যাপী হউক, মেওয়ারের মহারাণা তাহাতে কাতর নহেন, মেওয়ারের রাজমহিষী তাহাতে কাতর নহে। এই ভীল গহ্বর আমার প্রাসাদস্বরূপ হইবে।

চারণী। এ স্থানে রাজপরিবার কোন ক্লেশ পাইবেন না. কেন না, এ গহ্বর এক্ষণে একজন প্রধান রাজপুত যোদ্ধার আশ্রয়স্থান।

মহারাজ্ঞী। তাহাও শুনিয়াছি। সেই রাঠোর যোদ্ধাই আমাদিগকে ভীমগড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমাদের নিরাপদে রাখিবার জন্য এই ভীলদিগের গহ্বরে আনাইয়াছেন। যোদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করে।

চারণী। দেবি! ভীলপালিত তেজসিংহ অপেক্ষা দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা এবং বিশ্বাসী অনুচর মহারাণার আর কেহ নাই। তেজসিংহের হস্তে যতদিন খড়্গ আছে, তেজসিংহের ধমনীতে যতদিন শোণিত আছে, আপনাদের ততদিন বিপদ্ নাই।

রাজ্ঞী। আকাশের দেবগণ তেজসিংহের সহায়তা করুন। দেবি! আমি তাহার কি পুরস্কার দিতে পারি?

চারণী। মহারাজ্ঞি! সেই তেজসিংহের নিরাশ্রয়া বাগদত্তা পত্নী আপনার চরণতলে! বালিকা পুষ্পকুমারীকে আশ্রয়দান করুন, পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বাসিনী সহচরী আপনি পাইবেন না। পুষ্প! অবগুণ্ঠন ত্যাগ কর, চারণীর নিকট সঙ্গোপনচেষ্টা বৃথা। মহারাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ কর।

বিস্ময় ও লজ্জা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠায় বিহ্বলা হইয়া পুষ্প-কুমারী সাশ্রুনয়নে মহারাজ্ঞীর চরণ ধরিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ্ঞী পুষ্পকে উঠাইলেন, অবশেষে বলিলেন—পুষ্প, তোমাকে পূর্ব্বেই আমি

বাক্যদান করিয়াছি, তুমি আমার কন্যা, আমি তোমার মাতা; আমার অন্য সন্তান যদি নিরাপদে থাকে, তুমিও নিরাপদে থাকিবে। মেওয়ারের রাজ্ঞী অদ্য ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্বাস দিতে পারে না।

সূর্য্যমহল ধ্বংস

মোগলদিগের সহিত যুদ্ধহেতু মহারাণা প্রতাপসিংহ সর্ব্বদাই সপরিবারে কন্দরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন। ক্রমে প্রায় সমস্ত দুর্গ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত উপত্যকা শত্রুহস্তে পতিত হইল, প্রতাপসিংহ বিশাল মেওয়ার রাজ্যে মস্তক রাখিবার স্থানও পাইলেন না। অবশেষে তিনি সূর্য্যমহলে আপন পরিবার রাখিলেন, স্বয়ং আপন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে নানাদিক্ হইতে বার বার গোপনে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ সসম্মানে রাজপরিবারকে আপন প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন। অসংখ্য মোগল শত্রু আসিয়া সূর্য্যমহল বেষ্টন করিল। মেওয়ারের প্রধান যোদ্ধাগণ কেহ প্রতাপসিংহের সঙ্গে রহিলেন, কেহ বা সূর্য্যমহল রক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেজসিংহ সূর্য্যমহলেই রহিলেন; বিপদের সময় রাজপুত রাজপুতের ভ্রাতা।

তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ উভয়েই অসাধারণ সাহসী কিন্তু

এক্ষণে পরস্পরের বর্ত্তমানে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেননা রাঠোর চন্দাওয়ৎ অপেক্ষা হীন নহে, চন্দাওয়ৎ রাঠোর অপেক্ষা হীন নহে।

এইরূপ পরস্পরে পরস্পরের বীরত্বে যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ে মিলিত হইয়া নৈশ আক্রমণে শক্রসেনা ছারখার করিতেন, ভ্রাতার ন্যায় একের পার্শ্বে অন্যে যুদ্ধ করিতেন, উভয়েই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেন, কেহই অন্য অপেক্ষা অগ্রসর হইতে পারিতেন না। শক্রসেনা ছারখার করিয়া চন্দাওয়ৎ ও রাঠোর একত্রে দুর্গে প্রবেশ করিতেন, পরিশ্রান্ত তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ প্রাচীরের উপর একই স্থানে উপবেশন করিয়া সামান্য রুটী ও অপরিষ্কার জলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন, পরে যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তিমাচ্ছটায় রঞ্জিত হইত, সেই প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দুইজন পরম শক্র নিঃসঙ্কোচে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেন।

রাজপুত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কপটাচারিতার পরিচয় নাই, সত্যভঙ্গের পরিচয় নাই, পরম শক্রর সহিতও অন্যায় সমরের বা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় নাই। রাজপুতের সত্য লঙ্ঘন হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, অবশেষে সূর্য্যমহলের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের অভাব হইতে লাগিল, তখন অতিশয় যত্নে রাজপরিবারকে ভীমগড় দুর্গে প্রেরণ করা হইল, দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্যান্য

যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পরিবারকে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিলেন, পরে যোদ্ধাগণ অর্দ্ধেক ভোজনে প্রাণধারণ করিয়া তখনও দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা করিল। আরও এক মাস দুর্গ রক্ষা করিল, কিন্তু অনাহারে প্রাণধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সূর্য্যমহলের দ্বার অবশেষে উদঘাটিত হইল, মোগলগণ ভীষণনাদে দুর্গে প্রবেশ করিল, দুর্গের মধ্যে মোগল ও রাজপুতে মহাকোলাহলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধতরঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে তোরণে, তোরণ হইতে গৃহমধ্যে গড়াইতে লাগিল, বন্দুকের ধূমে ও মনুষ্যের কোলাহলে সূর্য্যমহল প্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল, অল্পসংখ্যক রাজপুত ছিন্নভিন্ন ও শত্রুবেষ্টিত হইয়া তখনও অসুরবীর্য্যে প্রাসাদ রক্ষা করিতেছে।

প্রাসাদের শেষ কুটীরে দুর্জ্জয়সিংহের সহিত তেজসিংহের সহসা দেখা হইল, উভয়েই খড়্গহস্ত, উভয়েই রক্তাপ্লুত! তেজসিংহ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন—দুর্জ্জয়সিংহ। চন্দাওয়ৎ রাঠোরের বীরত্ব দেখিয়াছে, রাঠোর চন্দাওয়তের বীরত্ব দেখিয়াছে, আর যুদ্ধ নিষ্ফল, এ যুদ্ধে জীবনদান করাও নিষ্ফল। কিন্তু অদ্য আমরা রক্ষা পাইলে মহারাণার অন্য কার্য্য সাধন করিতে পারিব।

দুর্জ্জয়সিংহ। মহারাণার কার্য্যসাধন রাজপুতের প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু অদ্য পরিত্রাণ পাওয়ার কি পথ আছে?

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একটী গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

করিয়া কহিলেন—শুনিয়াছি, ঐ গবাক্ষ দিয়া একজন রাঠোর বালক লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িয়াছিল, পরে সন্তরণ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিল। রাঠোর বালক যাহা করিয়াছিল, চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা বোধ হয় তাহা করিতে পারেন।

লজ্জায়, রোষে, পূর্ব্বকথা স্মরণে দুর্জ্জয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল, হস্তের অসি কাঁপিতে লাগিল। রোষে পদাঘাত করিয়া সে গবাক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লম্ফ দিয়া হ্রদে পড়িলেন।

তেজসিংহও সে গবাক্ষ দিয়া হ্রদে পড়িলেন, উভয়েই সন্তরণ দ্বারা হ্রদ পার হইলেন। সূর্য্যমহল শত্রুহস্তগত হইল।

ভীমগড় ধ্বংস

মুসলমানগণ সহসা একদিন রজনীতে দ্বিসহস্র সৈন্যসমেত ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল। ভীমগড়ে রাজপরিবার আছেন এ সংবাদ কোনরূপে তাহারা জানিয়াছিল। রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলে অবশেষে প্রতাপ তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য অবশ্যই অধীনতা স্বীকার করিবেন, এই আশায় অদ্য সহসা মহাকোলাহলে ভীমগড় দুর্গ আক্রমণ করিল।

প্রতাপসিংহ দুর্গে ছিলেন না, দেবীসিংহও মহারাণার সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। কেবল দেবীসিংহের পুত্র চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক চন্দনসিংহ পাঁচশত মাত্র রাঠোর

লইয়া দুর্গে ছিলেন, আর তেজসিংহও দুর্গে ছিলেন। তিনি রাজপরিবার রক্ষার ভার লইয়াছিলেন, কদাপি দুর্গ ত্যাগ করিতেন না।

মুসলমানদিগের সহসা এই ভীষণ আক্রমণ দেখিয়া তেজসিংহের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি চন্দনকে কহিলেন—

চন্দন! অন্য দুর্গরক্ষা সংশয়ের বিষয়, রাজপরিবারকে সংশয়ের স্থানে রাখা বিধেয় নহে। ভীমগড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার জন্য জঙ্গলের ভিতর দিয়া-একটী গোপনীয় পথ আছে, তাহা আমি ও আমার বিশ্বস্ত ভীলগণ জানে। কিন্তু সে পথ অতিশয় বক্র, নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইবে। বালক! পঞ্চশত রাঠোর লইয়া সমস্ত রজনী দুর্গ রক্ষা অদ্য তোমার কার্য্য।

উল্লাসে চন্দনসিংহ উত্তর করিলেন—প্রভু পূর্ব্বেই দুর্গরক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, দাস তাহা করিবে। আমাদিগের ধন, সম্পত্তি, জীবন মহারাণার, মহারাণার জন্য এ দাস অদ্য যুঝিবে। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া রাজপরিবার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন, ভীমগড় সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এ দাস রক্ষা করিবে।

আর বিলম্ব না করিয়া তেজসিংহ রাজপরিবার রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভীলবেশে সমস্ত পথ যাইলেন।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর মশালের আলোক দৃষ্ট হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে তিনশত রাঠোর দুর্গদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্থানে

স্থানে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বালক চন্দনসিংহ অদ্য দৈবজ্ঞানে জ্ঞানী, দৈববলে বলিষ্ঠ, নিঃশঙ্কহৃদয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট দুইশত যোদ্ধা দুর্গের ভিতর রহিল।

দেখিতে দেখিতে তরঙ্গতেজে মুসলমান আসিয়া পড়িল, কিন্তু জলধিসীমাস্থ পর্ব্বতপ্রাচীরের ন্যায় রাজপুতরেখা বার বার সে তরঙ্গ প্রতিহত করিতে লাগিল।

মোগলদিগের সেনা অধিক কিন্তু রাজপুতগণ যবনের অধীনতা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নে প্রত্যেক রাঠোরের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেবল নিঃশব্দ অসিচালনে সে প্রশ্নের উত্তর করিল।

সমস্ত রজনী যুদ্ধ হইল। রাজপুত যোদ্ধাগণ প্রায় সমস্তই সম্মুখরণে হত হইল। পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা দিল, অসংখ্য মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধনাদ করিয়া অবশিষ্ট রাজপুতকে আক্রমণ করিল, উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িল।

তখন রক্তাপ্লুতকলেবরে বালক চন্দনসিংহ পলাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনুমান পঞ্চাশজন মাত্র রাঠোর দুর্গে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আরক্ত নয়ন, রক্তপূর্ণ পরিচ্ছদ, দীর্ঘ কলেবর ও ভীষণ মুখমণ্ডল দেখিলে বোধ হয় যেন ব্রহ্মবলে অসুরযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণ ধীরে ধীরে আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মহাকোলাহলে মুসলমানগণ তখন দুর্গে আরোহণ করিয়া

প্রবেশের চেষ্টা পাইল, কিন্তু ঝন্‌ঝনাশব্দে দুর্গকবাট রুদ্ধ হইল। কবাটের পশ্চাতে অবশিষ্ট রাঠোরবীরগণ শেষ পর্য্যন্ত যুঝিবে, মুসলমান আক্রমণকারীদিগকে রাজপুতবীর্য্য দেখাইবে।

চন্দনসিংহ তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুদ্ধের সংবাদ কি ?

চন্দনসিংহ। সংবাদ ভাল। কোনও রাজপুত যোদ্ধা যুদ্ধস্থান ত্যাগ করে নাই, শত্রুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই। সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, দুর্গ এখনও আমাদিগের হস্তে।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পুত্র ধীরে ধীরে কহিলেন—রজনীর যুদ্ধে প্রায় তিনশত যোদ্ধা রাঠোরের ন্যায় জীবনদান করিয়াছেন, এক্ষণে দুর্গের ভিতর দুইশত পঞ্চাশ জনের অধিক রাঠোর নাই, শত্রুগণ প্রায় এক সহস্র, ক্ষণপরেই যুদ্ধারম্ভ করিবে—অবশিষ্ট কথা চন্দনসিংহ উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, বীর বালক অলক্ষিতভাবে একবিন্দু অশ্রু মোচন করিলেন।

তীব্রস্বরে দেবীসিংহের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—দুইশত পঞ্চাশ জন রাজপুত কি সহস্র তুর্কীর সহিত যুঝিতে ভয় করে ?

স্থিরভাবে চন্দনসিংহ কহিলেন—রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধ দান করিবে। কিন্তু রাজপুত রমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।

হাসিয়া চন্দনসিংহের মাতা উত্তর দিলেন—বৎস। এই কথা কহিতে ভয় করিতেছিলে ? রাজপুত বীর মরিতে জানে,

রাজপুতরমণী কি মরিতে জানে না? যাও বৎস! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, আমরাও প্রস্তুত হইতেছি।

পরে অন্যান্য রমণীদিগকে আহ্বান করিয়া চন্দনের মাতা সহাস্য বদনে কহিলেন—সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুত কামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধাগণ বীর, রাজপুত রমণীগণ সতী।

তাহার পর নবোদিত সূর্য্যালোকে দুর্গের সহস্র নারী স্নানাদি সমাপন করিলেন, দেবদেবীর আরাধনা সমাপন করিলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদ্বারে একত্রিত হইলেন। বালা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে আনন্দে দেবতার নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর?—তাহার পর রাজপুতের পুরাতন ধর্ম্ম অনুসারে অলঙ্কার বিভূসিতা সহস্র রমণী উল্লাসরব করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন। যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুত রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।

সেই অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে দুই তিন শত রাঠোর বীর দণ্ডায়মান ছিলেন। নিঃশব্দে তাঁহারা মাতা, বনিতা, ভগিনী ও দুহিতাকে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখিলেন। তাঁহাদিগের জীবনে আর মায়া রহিল না, জগতে আর আশা রহিল না। জীবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বন্ধু বন্ধুকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, সন্তান পিতাকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিলেন।

দুই তিন দণ্ড বেলা হইয়াছে, এরূপ সময় ঝন্‌ঝনা শব্দে

দুর্গদ্বার খুলিল। সেই দ্বার দিয়া সমুদ্রতরঙ্গবেগে অল্পসংখ্যক রাজপুত বীর আসিয়া সহস্র মুসলমানকে আক্রমণ করিল।

সেই রাজপুতসংখ্যা শীঘ্রই নিঃশেষিত হইল, দুর্গ মোগলের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে মুসলমানগণ পরিত্রাণ পাইল, তাহারা সেই দুই শত যোদ্ধার যুদ্ধকথা বিস্মৃত হইল না।

দেওয়ীরের যুদ্ধ

প্রতাপসিংহ ও মেওয়ারের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণ সৈসন্যে ও সপরিবারে মেওয়ার ত্যাগ করিয়াছেন, আরাবলী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন, মরুভূমির প্রান্তে পঁহুছিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

"শিশোদীয় বংশ নির্ব্বাসিত হইবে! সুন্দর মেওয়ারে শিশোদীয় বংশের আর স্থান নাই!"—প্রতাপসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভায় এই কথা কহিলেন। সভায় সকলে নিস্তব্ধ। তন্মধ্যে একটী স্বর শুনা গেল—"এখনও মেওয়ারে শিশোদীয়ের স্থান আছে, এখনও যুদ্ধের উপায় আছে।" বিস্মিত হইয়া সকলে সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ভামাশাহ। বংশানুক্রমে ইঁহারা মেওয়ারে মন্ত্রীত্ব কার্য্য করিয়াছেন।

ভামাশাহ কয়েক মাস অবধি প্রতাপসিংহের নিকট ছিলেন না। প্রতাপ যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভামাশাহ যুদ্ধার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, প্রতাপসিংহ ও সমস্ত

শিশোদীয়কুল দেশত্যাগী হইতেছেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী তখন দ্রুতগতিতে পশ্চাতে পশ্চাতে যাইলেন, অদ্য তিনি প্রতাপসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রতাপ চমকিত হইলেন, উৎসাহ ও নবজাত আশার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার কথা ব্যর্থ হয় না, কিন্তু আর যুদ্ধের কি উপায় আছে, প্রতাপসিংহ দেখিতেছে না, আপনি নির্দ্দেশ করুন।

বৃদ্ধ করযোড়ে রাজসম্মুখে পুনরায় সেই স্থির গম্ভীরস্বরে কহিলেন—দাস বহুদিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছে, দাসের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বহুপুরুষ পর্য্যন্ত মেওয়ারের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন, সে কার্য্যে বংশানুক্রমে যে ধন সঞ্চিত হইয়াছে, সে ধনের দ্বারা পঞ্চবিংশ সহস্র সেনার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণ হইতে পারে, অনুমতি করিলে দাস সে ধন প্রভু-পদে উপস্থিত করে।

প্রতাপসিংহের নয়ন জলপূর্ণ হইল, সে জল ধীরে ধীরে মোচন করিয়া কহিলেন—মন্ত্রীবর! আপনার এই ভক্তিতে আমি পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু রাজা হইয়া প্রদত্ত ধন কিরূপে লইব? প্রতাপসিংহ অদ্য দরিদ্র, তথাপি তাঁহার অধীনদিগের ধন হরণ করিতে অক্ষম।

ভামাশাহ। মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ার রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে। শিশোদীয়ের ধন প্রাণ সমস্তই মেওয়ারের, তাহা কি মহারাণার অবিদিত? মেওয়ারের

জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?

প্রতাপ। মন্ত্রীবর! আপনার যুক্তি অখণ্ডনীয়, আপনার উদার স্বদেশভক্তি দেবতুল্য! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য করিলাম। আপনার দত্ত অর্থ গ্রহণ করিব, সেই অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিব, মেওয়ার উদ্ধার হয় কি না, দেখিব!

প্রতাপ সসৈন্যে ফিরিলেন, পুনরায় আরাবলী অতিক্রম করিয়া মেওয়ারে আসিলেন। সেই বিপুল অর্থবলে আর একবার উদ্যম করিলেন, মেওয়ার উদ্ধার হয় কিনা, আর একবার দেখিলেন।

সে উদ্যমের ফল ইতিহাসে লেখা আছে, দেওয়ীরের যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্যাপি অঙ্কিত রহিয়াছে। শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সহসা ঝটিকার ন্যায় চারিদিকে প্রতাপের সৈন্য আসিয়া পড়িল, দেওয়ীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে হত হইলেন।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। আমাইত পর্ব্বতদুর্গ হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। কমলমীর দুর্গ হস্তগত হইল। উদয়পুর হস্তগত হইল, এক বৎসরের মধ্যে একে একে দ্বাত্রিংশৎ পর্ব্বতদুর্গ প্রতাপসিংহের হস্তগত হইল।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মেওয়ার পুনরায় প্রতাপের হস্তগত হইল। ভগ্নদূত দিল্লীতে যাইয়া আকবরশাহকে জানাইল যে ক্রমাগত দশ বৎসর

বিপুল অর্থব্যয়ে মহাবলপরাক্রান্ত আকবরশাহ মেওয়ারে যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপসিংহের এক বৎসরের উদ্যমে সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

ঝটিকা বহিতে লাগিল। প্রতাপসিংহ তাঁহার প্রধান শত্রু মানসিংহের অম্বর প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। মল্লপুর নামক প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান লুণ্ঠন করিলেন।

সূর্য্যমহল দুর্গ পুনরায় রাজপুতগণ আক্রমণ করিল। সে দুর্গ আক্রমণকালে, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের পার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, চন্দাওয়ৎ ও রাঠোরগণ পরস্পরের সম্মুখে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে দুর্দ্দমনীয় বেগের সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াইতে পারিল না।

ক্রমে যুদ্ধের গতিতে তেজসিংহ একদিকে ও দুর্জ্জয়সিংহ অন্যদিকে যাইয়া পড়িলেন, কিন্তু উভয়েই দুর্গে প্রথমে প্রবেশ করিবার মানসে অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তেজসিংহ প্রথমে প্রবেশ করিলেন, ক্ষণেক পরই চন্দাওয়ৎগণ মহাকোলাহলে শত্রুসেনা মন্থন করিয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

তখন তেজসিংহ পুরাতন শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দুর্গস্বামিন্! আপনার অনুমতি বিনা আপনার দুর্গে পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছি, সে দোষ ক্ষমা করিবেন, কেবল মহারাণার কার্য্য সাধনার্থ এইরূপ আচরণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার দুর্গ আপনি অধিকার করুন, অনুমতি দিলে আমি নিষ্ক্রান্ত হই।

এ কথায় জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া দুর্জ্জয়সিংহ কহিলেন—রাঠোর, ঘটনাক্রমে তুমিই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছ। আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমি সসৈন্যে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছি, পরে যদি চন্দাওয়ৎ অসিতে বল থাকে সে দুর্গ কাড়িয়া লইবে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ উত্তর করিলেন—আমি এই সুযোগে দুর্গ অধিকার করিলে বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, রাঠোর বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। চন্দাওয়ৎ! এখনও বিদেশীর যুদ্ধ শেষ হয় নাই, যখন বিদেশীর যুদ্ধ শেষ হইবে তখন রাঠোর পুনরায় সূর্য্যমহলে আসিতে বিলম্ব করিবে না।

ধীরে ধীরে আপন রাঠোর সৈন্য লইয়া তেজসিংহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুর্জ্জয়সিংহ আরক্তনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পর ভীমগড় দুর্গের উদ্ধার হইল, কিন্তু প্রাচীন যোদ্ধা দেবীসিংহ সেই বিস্তীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদে কেবল প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এ জগতে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয়দ্রব্য ছিল, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে বা চিতায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে তেজসিংহ নিকটে আসিয়া কহিলেন—পিতার চিরসুহৃদ্‌! আপনাকে আমি কি সান্ত্বনা দিব? কেবল এই জিজ্ঞাসা করি, মহারাণার জন্য সম্মুখযুদ্ধে রাজপুত বালক প্রাণ দিয়াছেন, সে জন্য কি রাজপুত পিতা কাতর?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবীসিংহ উত্তর করিলেন—মহারাণার কার্য্যে শিশু চন্দনসিংহ জীবন দিয়াছেন, সে জন্য খেদ

নাই। এ কালসময় বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে লইল কি জন্য, কেবল এই চিন্তা করিতেছি। শিশু চন্দন! পিতাকে কেন সঙ্গে লইলি না?

সেই প্রাচীন মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা-চিহ্ন দৃষ্ট হইল, বৃদ্ধের নয়ন হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তেজসিংহ দেখিলেন, দেবীসিংহ সামান্য ব্যথায় ব্যথিত হন নাই, তিনি সে ব্যথারও ঔষধ জানিতেন। দেবীসিংহের প্রাচীন হস্ত আপন মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন—পিতঃ আপনি একটী পুত্র হারাইয়াছেন, আর একজন এখনও জীবিত আছে। তেজসিংহ পিতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে, পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবীসিংহ। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন, পিতৃগদীতে পুনরায় স্থাপন করুন।

তেজসিংহ। দেবীসিংহ সহায়তা না করিলে পিতৃদুর্গ কিরূপে পাইব। রাঠোর বীর! আপনি পিতাকে গদীতে আরোহণ করিতে দেখিয়াছেন, পুত্রকে কি সহায়তা করিবেন না?

ধীরে ধীরে দেবীসিংহ নয়নের জল মোচন করিলেন, কাতরতা বিস্মৃত হইলেন, সবল হস্তে অসিধারণ করিয়া কহিলেন—দেবীসিংহের জীবনের এখনও আর একটী উদ্দেশ্য আছে, দেবীসিংহ আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় নাই।

বৃদ্ধ গোকুলদাস দুর্জ্জয়সিংহের উপর ছুরিকা বসাইল

প্রসন্ন আকাশে মেঘরাশি

একদিন সন্ধ্যার সময় তেজসিংহ ভীলসর্দ্দার ভীমচাঁদকে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পর্ব্বততলে হ্রদতটে সেই ভীলবালিকা হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গীত গাইতে গাইতে নিকটে আসিল।

বালিকা গাইল

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে কিনতে যাইগো খই।

তেজসিংহ। কাহার সহিত বিবাহ হইবে ?

বালিকা। তাহা কি জানি ?

তেজসিংহ। পুষ্পকুমারীর সহিত দুর্জ্জয়সিংহের একবার সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই, সে বিবাহ অপেক্ষা মৃত্যু পণ করিয়াছিলেন।

বালিকা। সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা শুনি নাই। শুনিয়াছি, দুর্জ্জয়সিংহের সহিত কোন একটি মেয়ের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, এমন সময়ে তুর্কীরা সূর্য্যমহল অধিকার করিল, আর সেই কন্যা দুর্গ হইতে পলাইবার আগে নাকি বরকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছিল।

তেজসিংহের নয়ন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর উপর রাগ করিয়া কি করিব ? সম্মুখ হইতে দূর হ। সজোরে বালিকাকে ঠেলিয়া হ্রদের জলে ফেলিয়া দিলেন।

বালিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া সন্তরণ করিয়া হ্রদ পার হইল। অপর পার্শ্বে সিক্ত কেশে সিক্ত বসনে একটি তুঙ্গ শিলাখণ্ডে দাঁড়াইয়া সেই নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিয়া গীত গাইতে লাগিল।

আর শুনেছ আর শুনেছ নূতন কথা কই,
পুষ্পের হইবে বিয়ে আন্‌তে যাইগো খই।

তেজসিংহ উঠিলেন। তিনি নানাস্থানে জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন, পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সে প্রবাদ ভীলবালিকার সৃষ্ট, তাহা তিনি জানিতেন না। এ কথা এতদিন বিশ্বাস করেন নাই, পুষ্পকুমারীর সত্যে সন্দেহ করেন নাই, যুদ্ধের সময় পুষ্পকে কোন কথা জিজ্ঞাসার অবসর পান নাই। অদ্য ভীলকন্যার কথায় সন্দেহ জাগরিত হইল।

অন্ধকারে সেই পর্ব্বত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভীল-বালারগীত এখনও তাঁহার কর্ণে শব্দিত হইতেছিল, তাঁহার মন অসুস্থ ও বিচলিত। বালিকা মিথ্যাকথা বলিবে কিজন্য?

তবে কি পুষ্প যথার্থই দুর্জ্জয়সিংহকে অঙ্গুরীয় দান করিয়াছেন? তেজসিংহের হৃৎকম্প হইল।

পর্ব্বতের কুজ্‌ঝটিকা যেমন ধীরে ধীরে উত্থিত হইতে থাকে, ক্রমে বৃহৎ রূপ ধারণ করে, উন্নত স্থির পর্ব্বতকে আবৃত করে, গগনে সূর্য্য ও প্রকৃতির প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবৃত করে, অবশেষে দীর্ঘাবলম্বী মেঘরূপ ধারণ করিয়া জগৎ কলুষময় ও গভীর

অন্ধকারময় করে, সেইরূপ সন্দেহ-মেঘ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য তেজসিংহের প্রসন্ন উদার হৃদয়কে আবৃত করিল। সে অন্ধকার দুর্ভেদ্য, সুন্দর পরিষ্কার ধীশক্তির আলোক তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

সত্যপালন

পুষ্পকুমারী রাজপুত বালিকা। পুষ্পের পিতার সহিত তিলকসিংহের অতিশয় প্রণয় ছিল, সেই কারণ তিলকসিংহ নিজ পুত্রের সহিত পুষ্পের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শুভকার্য্যের দিন স্থির হইল, এরূপ সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর আসিয়া চিতোরনগরী আক্রমণ করিলেন। সে নগর রক্ষার্থে পুষ্পের পিতা ও তিলকসিংহ উভয়েই হত হইলেন। কিছুদিন পরে তেজসিংহ পৈতৃক দুর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ভীলদিগের সহায়তা গ্রহণ করিলেন।

তিলকসিংহের কুলের অধিকতর অবমাননা করিবার জন্য দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের বাগ্‌দত্তা বধূকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার মানস করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পুষ্পকুমারীর রক্ষক কেহ ছিল না, অথবা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দুর্জ্জয়সিংহের পক্ষাবলম্বী ও অর্থভুক্। তাঁহারাও দুর্জ্জয়সিংহকে বিবাহ করিবার জন্য বালিকাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বালিকা উত্তর পাঠাইলেন—আমার স্বামী হত হইয়াছেন, আমি বিধবা, পুরুষের অস্পর্শনীয়া। সেই দিন হইতে

বালিকা সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন; তখন পুষ্পের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র।

তরুণবয়সে কিছু কিছু ক্লেশ, চিন্তা ও শোকে আমাদিগের মন গঠিত হয়, মানসিক প্রবৃত্তি দৃঢ়তর হয়, প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়, মানসিক পেশীগুলি যেন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও বদ্ধ হয়। চিন্তা ও ক্লেশ অপেক্ষা মনের উৎকৃষ্ট শিক্ষক আর নাই, মানসিক দুর্ব্বলতার নিপুণতর চিকিৎসক নাই। চিন্তা লৌহকর্ম্মকারের ন্যায় বার বার নির্দ্দয় ও সবল আঘাত করিয়া হৃদয়কে গঠিত করে।

বাল্যকালে ক্লেশে পড়িয়া কোমল রাজপুত বালিকার মন গঠিত হইল, লৌহবৎ দৃঢ়ীকৃত হইল। আত্মীয়ের ভ্রূকুটী ও বন্ধুজনের ভৎর্সনা নীরবে সহ্য করিতে শিখিলেন, নিরানন্দ গৃহে বাস করার ক্লেশ সহ্য করিতে শিখিলেন, আপন প্রতিজ্ঞা আপদ হৃদয়ে গোপন করিতে শিখিলেন। অন্ধকার যত গাঢ় হয়, দীপালোক তত প্রস্ফুটিত ও প্রজ্বলিত হয়, সকলের ভৎর্সনা ও বিদ্রূপের মধ্যে পিতৃমাতৃহীনা, বন্ধুহীনা রাজপুত বালিকার স্থির, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

অবশেষে পুষ্পের আত্মীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্জ্জয়সিংহ পুষ্পকে সূর্য্যমহলে আনাইলেন। পুষ্পকুমারী দুর্জ্জয়সিংহের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—চন্দাওয়ৎ-রাজ! শুনিয়াছি আপনি অতিশয় বিক্রমশালী, সকলই করিতে পারেন; কিন্তু পুষ্প আপনাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আত্মঘাতিনী হইবে তাহাও কি নিবারণ করিতে পারিবেন?

শুনিয়াছি তিলকসিংহের বিধবাকে হত্যা করিয়াছেন, আর একজন নারীহত্যার পাতকে পাতকী হইবেন ?

মেঘগর্জ্জন

সহসা মুসলমানেরা সূর্য্যমহল আক্রমণ করিল, নিশীথে অপরিচিত ভীলযোদ্ধার দ্বারা পুষ্পকুমারী অন্যস্থানে নীত হইলেন। তাহার পর রাজপরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন। এখন যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপসিংহ চিতোর শত্রুহস্তে রহিয়াছে বলিয়া এখনও তাপসের ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া কুটীরে বাস করিতেন। প্রতাপসিংহ জীবিত থাকিতে চিতোর উদ্ধার হইল না; প্রতাপ সেই পর্ণকুটীরে প্রাণত্যাগ করেন।

পর্ণকুটীরের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইত, পুষ্পকুমারী তথায় সর্ব্বদা জল আনিতে যাইতেন। অদ্য রজনীতে সেই স্থানে জল আনিতে যাইলেন ও কলস রাখিয়া নীলমেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মেঘ গর্জ্জন করিল। সহসা পুষ্পকুমারীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল কেন ? —কে বলিবে, কিজন্য ?

বজ্রাঘাত

সহসা সুদূর হইতে পুষ্প একটি সঙ্গীতধ্বনি শুনিলেন। সে সঙ্গীতে পুষ্পের হৃদয় আলোড়িত করিল, পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল। আশায় পুষ্পকুমারীর হৃদয় বিকশিত হইল, আনন্দময় স্বপ্নে পুনরায় সে হৃদয় ভাসিল, শুষ্কপ্রায় লতিকা যেন আর একবার মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

গীত

"বর্ষাকালে আকাশে সুন্দর ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহার কি কমনীয় কান্তি, কি অনির্ব্বচনীয় রূপ! সে ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রধনুর স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিও, কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বলনয়না নারীর সত্যে বিশ্বাস করিও না।

"জগতের মধ্যে চপল, চঞ্চল, মায়াবী, অপ্রকৃত, সমস্ত দ্রব্য একীভূত কর, তার উপর নাম লিখ, 'নারীর সত্যপালন'!"

চারণের উগ্র স্বর শুনিয়া পুষ্প স্তম্ভিত হইলেন। ধীরে ধীরে চারণদেব নিকটে আসিয়া পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ গীত দেবীর মনোনীত হইয়াছে?

পুষ্প চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকক্ষণ পর বলিলেন—চারণদেব, এ গীতের অর্থ বুঝিলাম না।

সে কোমলস্বরে প্রস্তর দ্রবীভূত হইত, চারণের হৃদয় হইল না। তিনি কহিলেন—গীত আমার নহে, আমি যেরূপ শিক্ষিত হই, সেইরূপ গাই।

পুষ্প। যিনি আপনাকে গীত শিখাইয়াছেন, তিনি কুশলে আছেন?

চারণ। কুশলে নাই, তিনি কুস্বপ্নে অতিশয় প্রপীড়িত

হইয়াছেন। আপনাকে যে নিদর্শনটি দিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখিতে চাহিয়াছেন।

পুষ্প এবার যথার্থ ভীতা হইলেন। তিনি চারণদত্ত অঙ্গুরীয়টি সর্ব্বদা দেখিতেন, সর্ব্বদা পরিতেন। কিন্তু যেদিন তিনি ভীমচাঁদ ভীলের গহ্বরে নীতা হইয়াছিলেন সেই দিন হইতে সেই অঙ্গুরীয়টি তিনি খুঁজিয়া পান নাই।

ক্রুদ্ধস্বরে চারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টি কোথায়?

অস্ফুটস্বরে পুষ্প কহিলেন—চারণদেব, অনবধানতা মার্জ্জনা করুন, বীরপুরুষকে জানাইবেন—

চারণ গর্জ্জন করিয়া তৃতীয়বার এই প্রশ্নটি করিলেন—সে অঙ্গুরীয়টি কোথায়?

পুষ্প। আমি অভাগিনী সে অঙ্গুরীয়টি হারাইয়াছি।

বিদ্যুৎ-গতিতে ছদ্মবেশী তেজসিংহ নয়নের অদৃশ্য হইলেন।

পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ

দ্বিপ্রহর রজনীতে চারিদিকে সৈন্য রাশীকৃত হইতেছিল, তেজসিংহ তাহার মধ্যে যাইয়া কহিলেন—বন্ধুগণ, বৈরনির্য্যাতনের সময় উপস্থিত, আমার সহিত অগ্রসর হও।

যাহারা তেজসিংহের সে গর্জ্জন শুনিল, সে নিশীথে তাঁহার ললাটে ভ্রূকুটী দেখিল, তাহাদিগের তিলকসিংহের কথা স্মরণ হইল।

অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া সেনা অবশেষে সূর্য্যমহলের সম্মুখে আসিল। উন্নত শেখর যেন কিরীটের ন্যায় দুর্গকে ধারণ করিয়াছে, সেই পর্ব্বত ও দুর্গ নৈশ আকাশপটে চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে! নৈশ অন্ধকারে সূর্য্যমহল দুর্গ নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ! ক্ষণেক তেজসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া দূর হইতে সেই পৈতৃক দুর্গ দেখিলেন, মনে মনে বলিলেন—পিতা, অনুমতি দিন, অষ্টাদশ বর্ষ নির্ব্বাসনের পর আপনার পুত্র অদ্য দুর্গে প্রবেশ করিবে।

নিঃশব্দ সৈন্যগণ সূর্য্যমহল তলে উপস্থিত হইল। নিস্তব্ধ নিশীথে অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য কেহ পরামর্শ দিলেন। তেজসিংহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন—পিতার দুর্গে পুত্র তস্করবৎ প্রবেশ করে না। তেজসিংহ রাজপুত, রাজপুত সুপ্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে না।

পরে উচ্চৈঃস্বরে ভেরী বাজাইলেন; ভেরীর শব্দ সে পর্ব্বত ও উপত্যকায় বার বার ধ্বনিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিল।

দুর্গপ্রহরীগণ তৎক্ষণাৎ দুর্জ্জয়সিংহকে সংবাদ দিল। দুর্জ্জয়সিংহ জাগরিত হইয়া দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইলেন, রোষে মনে মনে বলিলেন—তিলকসিংহের পুত্র! বহুকাল হইতে এই দিন আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আজি হৃদয় শান্ত হইবে, তুমি কি আমি অদ্য জীবনত্যাগ করিব। এ জগতে উভয়ের স্থান নাই।

দুর্জ্জয়সিংহের আদেশে দ্বিশত যোদ্ধা প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ

হইল, অবশিষ্ট প্রাচীরের ভিতর রহিল। প্রাচীরের উপরে চারিদিকে মশাল জ্বলিল, দুর্গশিরের এই আলোক বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকের দেশ প্রদীপ্ত করিল, নৈশ গগন উদ্দীপ্ত করিল।

তেজসিংহ বজ্রনাদে যুদ্ধের আদেশ দিলেন, স্বয়ং সমস্ত সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া বর্শা ও অসিহস্তে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন।

সেস্থানে উপরের অল্প সৈন্য নীচস্থ বহু সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু তেজসিংহের গতিরোধ হইল না। দ্বিশত চন্দাওয়ৎ সৈন্য বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।

দুর্জ্জয়সিংহ উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিলেন। তাঁহার দন্তপাতি ওষ্ঠের উপর স্থাপিত, নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। তিনি কহিলেন—তিলকসিংহের পুত্র পিতার ন্যায় যুদ্ধ শিখিয়াছে, কিন্তু দুর্জ্জয়সিংও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। আইস, বীরপুত্র, আজি তোমার যুদ্ধসাধ মিটাইব।

মুহূর্ত্তের মধ্যে তেজসিংহের সেনা প্রাচীরের নিকট আসিল, তখন প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তেজসিংহের কতক সৈন্য প্রাচীরের উপর উঠিল, দুর্জ্জয়সিংহের কতক সৈন্য উৎসাহে প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অচিরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই নৈশ অন্ধকারে বা মশালের আলোকে শত্রু-মিত্র বিমিশ্রিত হইয়া গেল, রুধিরের স্রোত বহিতে লাগিল, প্রচণ্ড যুদ্ধনাদে আহতদিগের আর্ত্তনাদ মগ্ন হইল। যেন শত বৎসরের বৈরভাব সেই রাঠোর ও চন্দাওয়ৎ-দিগের হৃদয়ে জাগরিত হইল, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চন্দাওয়ৎ ও

রাঠোর রণস্থল ও সমস্ত পর্ব্বত-দুর্গ কম্পিত করিল। যুদ্ধরবে চারিদিকের পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসিগণ বুঝিল, তিলকসিংহের পুত্র অদ্য পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিতেছেন।

তেজসিংহ একাগ্রচিত্তে অসুরবলে প্রাচীরের দ্বার ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দ্বার বৃহৎ বৃক্ষের কাষ্ঠে নির্ম্মিত, অচিরে প্রচণ্ড শব্দে সে দ্বার ভগ্ন হইল, রাঠোর সৈন্যগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

দুর্জ্জয়সিংহ জানিলেন, এই দ্বার রক্ষা না হইলে দুর্গরক্ষা হইবে না, সুতরাং স্বয়ং সে ভগ্নদ্বারের নিকট আসিয়া শত্রুর পথ রোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভুর চতুর্দ্দিকে দুর্গের সমস্ত সাহসী ও বলবান্ চন্দাওয়ৎ যোদ্ধা জড় হইল। তেজসিংহও ভগ্নদ্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পথ পরিষ্কারের চেষ্টা পাইলেন, তাঁহার সহযোদ্ধা রাঠোরগণও সে চেষ্টায় ক্ষান্ত ছিল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বোধ হইল যেন দুইদিক্ হইতে সমুদ্রের দুইটি উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া পরস্পরকে সজোরে আঘাত করিল, সে আঘাতের শব্দ গগন পর্য্যন্ত উত্থিত হইল! ক্ষণেক উভয় পক্ষ পরস্পরের বেগে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, কেহ পশ্চাতে যাইবে না। অসংখ্য শব সেই দ্বারের নিকট রাশীকৃত হইতে লাগিল, শবের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রাঠোর ও চন্দাওয়ৎগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দুর্জ্জয়সিংহ সেইদিন যথার্থ যোদ্ধা নাম রাখিলেন। তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন, রাক্ষসবলে শত্রু-

দিগকে প্রতিহত করিতেছিলেন, বজ্রগর্জ্জনে আপন সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। কিন্তু তেজসিংহ অদ্য যেন দৈববলে বলিষ্ঠ। তাঁহার ঢালের সম্মুখে যেন কোন মন্ত্রবলে মনুষ্যবল হটিয়া গেল। বীরের নয়নদ্বয় জ্বলিতেছে, উষ্ণীষ ও শরীর রুধিরাক্ত, দক্ষিণহস্তে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ বর্শা কাঁপাইয়া তিলকসিংহের পুত্র পৈতৃক দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্য্যমহলে প্রবেশ করিল।

পুত্রশোক বিমোচন

তখন দুর্জ্জয়সিংহ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন। ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদ ও রক্ত অপনয়ন করিলেন, ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া স্থির স্বরে তেজসিংহকে কহিলেন—রাঠোরবীর! তোমার যুদ্ধে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পিতার ন্যায় ঐ বাহুতে অসাধারণ শক্তি ধারণ কর। কিন্তু এবার সাবধান! চন্দাওয়ৎগণ! আমাদিগের দুর্গ গিয়াছে, কিন্তু চন্দাওয়ৎকুলের মান তোমাদের হস্তে।

এই কথা শুনিয়া সকল চন্দাওয়ৎগণ ভীষণ গর্জ্জনে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত করিল। চন্দাওয়ৎ প্রাণ দিবে, কিন্তু অদ্য যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

নৈরাশ-বলে বলিষ্ঠ হইয়া যেন ভগ্নসেতু জলতরঙ্গের ন্যায় এবার

চন্দাওয়ৎগণ রাঠোরের উপর পড়িল। এবার রাঠোরগণ অগ্রসর হইতে পারিল না, ক্রমে হটিতে লাগিল।

"তিলকসিংহের প্রাসাদে তিলকসিংহের পুত্র প্রবেশ করিবে, সৈন্যগণ! পশ্চাদ্দিকে কোথায় যাইতেছ?"—এই বলিয়া অবশেষে প্রাচীন রাঠোর দেবীসিংহ খড়্গহস্তে লম্ফ দিয়া চন্দাওয়ৎমণ্ডলীর মধ্যে পড়িলেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এবার সমস্ত রাঠোর অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক চন্দাওয়ৎ তখন ছারখার হইয়া প্রায় সকলে নিহত হইল, রণ সাঙ্গ হইল।

দেবীসিংহ তখন তেজসিংহের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—তেজসিংহ! আমার সঙ্কল্প সাধন হইল, আমাকে বিদায় দাও। তোমার পিতার ন্যায় যশস্বী হও, বৃদ্ধের অন্য আশীর্ব্বাদ নাই।

দেবীসিংহের জীবনশূন্য কলেবর ভূমিতে পতিত হইল; দুর্জ্জয় সিংহের অব্যর্থ বর্শায় তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল।

যুদ্ধ শেষ হইল। চন্দাওয়ৎ প্রায় সকলে হত হইয়াছে, কেবল দুর্জ্জয়সিংহ ও তাঁহার কতিপয় যোদ্ধা জীবিত আছেন। দুর্জ্জয়সিংহের খড়্গ ভগ্ন, ললাট রুধিরাক্ত, নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। চন্দাওয়ৎবীর তখনও যুঝিতে প্রস্তুত, যুদ্ধপিপাসা তখনও নিবারিত হয় নাই, জীবন থাকিতে হইবে না।

পরাজিত দুর্জ্জয়সিংহকে কেহ প্রাণে বধ না করে, তেজসিংহের পূর্ব্বেই আদেশ ছিল। এক্ষণে রাঠোরগণকে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া তেজসিংহ পুনরায় উচ্চনাদে

কহিলেন—দুর্জ্জয়সিংহের শরীরে যিনি অস্ত্রবর্ষণ করিবেন, তেজসিংহ তাঁহার শত্রু।

রাঠোরগণ ক্ষান্ত হইল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল একটি স্বর শুনা গেল—"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় পুত্রশোক এখনও হৃদয়ে জ্বলিতেছে,—ঐ আমার পুত্রহন্তা!"

নিমেষমধ্যে জিঘাংসাতাড়িত বৃদ্ধ গোকুলদাস লম্ফ দিয়া দুর্জ্জয়সিংহের হৃদয়ের উপর ছুরিকা বসাইল, আহত দুর্জ্জয়সিংহও ভগ্ন খড়্গদ্বারা গোকুলদাসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, দুইটি মৃতদেহ জড়িত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। এতদিনে গোকুলদাসের পুত্রশোক বিমোচন হইল!

অঙ্গুরীয় ও রত্ন

সন্ধ্যাকালে সেই নদীতীরে পুষ্পকুমারী একাকী জল আনিতে আসিয়াছেন।

পুষ্প ক্ষণেক গমন করিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে ভীলকন্যা। পুষ্প কহিলেন—বালিকা, তুমি কি রাজ্ঞীকে দেখিতে আসিয়াছ?

বালিকা। না দেবি, একটি চাঁপাফুল লইতে আসিয়াছি। দেবি! তোমার মুখখানি শাদা কেন? কোনও দ্রব্য হারাইয়াছ?

পুষ্প শিহরিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—হাঁ বালিকা, একটি আংটি হারাইয়াছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি রত্নও হারাইয়াছি।

বালিকা। তাহার জন্য দুঃখ কেন? একটি আংটি গিয়াছে, অন্য একটি হইবে।

পুষ্প। অঙ্গুরীয় গেলে অঙ্গুরীয় হয়, কিন্তু যে রত্নটি হারাইয়াছি, তাহা এ জীবনে আর পাইব না।

বালিকা। তবে কি হইবে?

পুষ্প। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছে, এ ক্ষতিও সহ্য করিবে।

বালিকা তীক্ষ্ণনয়নে পুষ্পের মুখের দিকে চাহিতেছিল, পুষ্পের চক্ষু দিয়া ধীরে ধীরে একবিন্দু জল বহিয়া পড়িল। বালিকা ঊর্দ্ধদিকে চাহিল, যেন একটি চাঁপাফুলের দিকে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে সেও চক্ষু মুছিল।

অনেকক্ষণ সেই ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বালিকা কহিল—দেবি! আমাকে ঐ চাঁপাফুলটি পাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমার রত্নটা খুঁজিয়া দেখিব। আমি বনজঙ্গলে বেড়াই, পাইলেও পাইতে পারি।

পুষ্প ধীরে ধীরে চাঁপাফুলটি পাড়িয়া ভীলের হস্তে দিলেন। বাল্যচপলতা ত্যাগ করিয়া গম্ভীরস্বরে ভীলকন্যা বলিল—কল্য পুষ্পকুমারী আপন রত্ন ফিরিয়া পাইবেন।

পরদিন উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিক্ রঞ্জিত করিয়াছে, এরূপ

সময়ে পুষ্পকুমারী রত্নটি ফিরিয়া পাইলেন। সূর্য্যমহলের অধিপতি তেজসিংহ পুষ্পকুমারীর নিকট সজলনয়নে পুষ্পের ক্ষীণ হস্ত দুইটি নয়নজলে সিক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

সবিস্ময়ে পুষ্পকুমারী দেখিলেন, সূর্য্যমহল-দুর্গেশ্বর সেই দেবকান্তি দীর্ঘকায় চারণদেব। উল্লাস ও উদ্বেগে পুষ্প সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

তেজসিংহের সহিত মহাসমারোহে পুষ্পকুমারীর বিবাহ হইল, স্বয়ং মহারাণা সে বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং মহারাজ্ঞী পুষ্পকুমারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গলদেশে আপনার মুক্তাহার দোলাইয়া দিলেন।

তেজসিংহ কহিলেন—পুষ্প। পুষ্প। একদিন তোমাকে অন্যায় সন্দেহ করিয়া ক্লেশ দিয়াছিলাম, তেজসিংহের সে দোষ তুমি ক্ষমা করিয়াছ ?

পুষ্পকুমারী সজলনয়নে কহিলেন—দেব! তোমার দোষ যেদিন গ্রহণ করিব সেদিন যেন পুষ্প জীবিত না থাকে। সে যাতনা আমার নিজের দোষের উপযুক্ত শাস্তি, তোমার দত্ত প্রিয় অঙ্গুরীয় আমি কিরূপে হারাইলাম ?

তেজসিংহ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—পুষ্প, ক্ষোভ করিও না, তোমার দোষ নাই, সে অঙ্গুরীয় তুমি হারাও নাই।

এই বলিয়া ধীরে ধীরে আপন হৃদয় হইতে সেই অঙ্গুরীয়টি বাহির করিয়া পুষ্পকে দিলেন। পুষ্প চকিত হইলেন।

তেজসিংহ ধীরে ধীরে একখানি পত্র বাহির করিয়া পুষ্পের হস্তে

দিলেন, পুষ্পকুমারী পড়িয়া দেখিলেন, সে ভীলকন্যার প্রেরিত। সেই পত্র এই ঃ

"তেজ সিংহ! তোমার অঙ্গুরীয় একদিন হারাইয়াছিলে, মনে পড়ে? সেদিন তুমি বালিকাকে বলিয়াছিলে, সে যদি খুঁজিয়া পায়, অঙ্গুরীয় তাহার। পুষ্পকে ও মহারাজ্ঞীকে তুমি একদিন আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলে, মনে পড়ে? সেই দিন বালিকা পুষ্পের বক্ষঃস্থল হইতে সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়াছিল। পুষ্প তখন নিদ্রিত ছিল।

এই পত্র যাহাদ্বারা পাঠাইতেছি তাহার দ্বারা অঙ্গুরীয়টিও পাঠাইতেছি, পুষ্পের দ্রব্য পুষ্পকে ফিরাইয়া দিও।"

একবার, দুইবার, তিনবার, পুষ্প এই চিঠি পাঠ করিলেন, শেষে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—নির্ব্বোধ বালিকা অঙ্গুরীয়টি সুন্দর দেখিয়াছিল, সেই-জন্য চুরি করিয়াছিল।

বালিকা পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু গৃহের কার্য্য করিতে শিখিল না। সর্ব্বদা পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বেড়াইত, আর একাকী সেই হ্রদতটে বসিয়া গান করিত। পালের অন্যান্য ভীলনারীগণ তাহাকে গালি দিত, তাহার স্বভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিল না।

সেই চপ্পনপ্রদেশে অনেকদিন অবধি নির্জ্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠনিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে, পথিকগণ কখন কখন সেই পর্ব্বতহ্রদের তীরে একটি রমণীর পাণ্ডু-মুখ ও উজ্জ্বল নয়ন দেখিতে পাইত। লোকে বলিত, কোন বিশ্রামশূন্যা, উদ্বিগ্না প্রেতকন্যা হইবে।

সমাপ্ত